NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ

অনুপ্রবেশের চেষ্টা করায় ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করল সেনা ৭

কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৪ ৩১ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.7.2024, Vol.18, Issue No. 37 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, উত্তরে কম বর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতার আকাশ। কোথাও কোথাও বৃষ্টিও হয়েছে। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। বেলা বাড়লেও রোদের তেজ তেমন নেই। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া প্রায় একই থাকবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কোথাও সতর্কতা নেই। কলকাতায় আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত আবহাওয়া পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য সুখবর শোনাল হাওয়া অফিস। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গেও কোনও সতর্কতা থাকছে না। কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল। বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও ছিল। তবে মঙ্গলবার থেকে সেই ছবি অনেকটাই পরিবর্তন হবে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদেরা। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বেহাল দশা হয়েছিল দার্জিলিং-সহ পাহাড়ি জেলাগুলিতে। তিস্তা-সহ পাহাড়ি নদীর জলস্তর বেড়েছিল। প্রায় বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল একাধিক এলাকা। কোথাও কোথাও আবারও ধসও নেমেছিল। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল জনজীবন।

ঐক্যশ্রী স্কলারশিপের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত খ্রিস্টান, জৈন, ইসলাম, বৌদ্ধ, পার্সির মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজ্যে ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ প্রকল্পে অনলাইনে আবেদন পত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। নিগমের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে এই আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সংখ্যালঘু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিভাগ ও অর্থ নিগমের তরফে কার্যকরী এক বিশেষ স্কলারশিপ হল ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ।

পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ লোকসভা ভোটের কারণে প্রায় তিনমাস প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতিও ব্যহত হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের ওপরেও। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখেও অনেক জেলা যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছে। এবার সময়সীমা বেঁধে ওই টাকা খরচের জন্য তাদের কড়া নির্দেশ দিল রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। হাওড়া শরৎ সদনে সোমবার রাজ্যের সমস্ত ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা। সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অব্যবহৃত বরাদ্দ আগামী ১৫ অগস্টের মধ্যে খরচ করতে হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এজন্য প্রয়োজনীয় গ্রামীণ প্রকল্পের টেন্ডার চূড়ান্ত করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টে ফের স্থগিত ডিএ মামলা

পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই: চার মাস পরেও মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি হল না সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার মামলাটির শুনানি স্থগিত হয়ে যায় সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানি হবে দুর্গাপুজোর পর, আগামী ডিসেম্বর মাসে।

সোমবার মামলাকারীদের তরফে এই বিষয়ে দ্রুত আর্জি জানানো হয়। মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে জানান, দুর্গাপুজোর আগে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক। রাজ্য সরকারের হয়ে এই মামলায় সওয়াল করছেন অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি জানান, এই মামলায় দীর্ঘ শুনানির প্রয়োজন। বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ জানায়, পরে এই বিষয়ে শুনানি হবে। শুনানির দিন পরে জানিয়ে দেবে শীর্ষ আদালত।

২০২২ সালে ১৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বার ওঠে ডিএ মামলা। গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলাটির শেষ বার শুনানি হয়েছিল। ওই বছর নভেম্বরের ৩ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন। তার পরে সময়ের অভাবে মামলাটির আর শুনানি হয়ে ওঠেনি। ডিএ মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, বর্তমানে মামলাটি যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে এখনই তার নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। আরও সময় লাগতে পারে।

কেন্দ্রীয় হারে এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। ২০২২ সালের ২০ মে উচ্চ আদালত রাজ্যকে কর্মচারীদের কেন্দ্রের সমতুল ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টে জয়ী হয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের কনফেডারেশন, ইউনিটি ফোরাম এবং সরকারি কর্মচারী পরিষদ। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। প্রথম শুনানি হয় ২৮ নভেম্বর। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

তাঁর সওয়াল ছিল, হাইকোর্টের রায় মেনে ডিএ দিতে হলে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই মুহূর্তে ওই আর্থিক বোঝা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা কঠিন। অন্যদিকে, মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কয়েক দফায় ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খড়দহ রেল দুর্ঘটনা: উদাসিনতার আঙুল উঠছে আমজনতা থেকে গেটম্যানের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দহের রেল গেটে রবিবার যে ঘটনা ঘটেছে, তা দেখে সাধারণ মানুষের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেতে শুরু করেছে। একইভাবে এই ঘটনায় প্রশ্ন এড়াতে পারছে না রেলও। এদিনের ঘটনায় রেল, প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এক নম্বর গেট দিয়ে দু'টি গাড়ি ঢুকল কীভাবে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে, কেন গেটম্যান রেলগেটের ভিতরে গাড়ি ঢোকার পরও হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসকে যাওয়ার সঙ্কেত দিলেন তা নিয়েও। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, রেল গেটের উপরে প্রস্তাবিত উড়ালপুল কেন তৈরি হচ্ছে না সে ব্যাপারেও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, কেন নিয়ম মতো রেলগেটে আরপিএফের দেখা মেলে না সে ব্যাপারেও. এদিকে রেলের এফআইআরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালককে। একইসঙ্গে রেললাইনে ঢুকে পড়া দু'টি গাড়িই আটক করেছে

রেল পুলিশ। এই ঘটনায় পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র রবিবারই জানিয়েছিলেন, 'আমরা টাটা সুমোর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। ওনার গাফিলতির জন্য বড় ধরনের রেল দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।' যদিও যিনি গেটম্যান ছিলেন, তিনি ভুল করেছেন বলে দাবি করেছেন, দিনের বেলা যিনি গেটম্যান হিসাবে ওই একই দায়িত্বে থাকেন তিনি। দিনের গেটম্যান বলছেন, 'গেটম্যান ক্লিয়ার করে রাখলে এটা হতো না। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রাখত। ক্লিয়ার করে গাড়িটা বের করতে পারত। গাড়িটা দেরি হলে কিছুই হতো না। আমাদের একটাই নিয়ম মানতে হয়, তা হল নিরাপত্তা।' তবে রবিবারের দুর্ঘটনার পরও সোমবার বহাল অসচেতনতার ছবি। রেলগেট পড়লেও লাইনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন পথচারী, যাত্রীরা। গেট ম্যানের বিপদ সাইরেন উপেক্ষা করেই লাইনের উপরে চলছে গাড়ি চলাচল। গেট বন্ধ করতে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে গেটম্যান, আরপিএফের। এই প্রসঙ্গে আরপিএফ জওয়ানেরাও জানান, 'আমরা চেষ্টা করতে পারি। এর বেশি কিছু করার নেই। সাধারণ মানুষ একটা কথাও শোনেন না। এখানে ব্রিজ করতে দেবে না। ২৫ বছর আগে এখানে এসেছিল রেলের ব্রিজ করার জন্য। কেউ করেনি।'

পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হতে চলেছে ইমরান খানের দল পিটিআই

ইসলামাবাদ, ১৫ জুলাই: প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের তৈরি রাজনৈতিক পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চলেছে সে দেশের সরকার। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার।

পাক তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে বিদেশি অনুদান পাওয়া, ৯ মে হিংসায় সরাসরি জড়িত থাকা, সাইফার (রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস) মামলা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, আমরা বিশ্বাস করি, তা পিটিআই-কে নিষিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।' ইমরানের দলের স্বীকৃতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীনই পাক সরকারের এই ঘোষণা 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

এই ঘটনার জেরে প্রায় দু'দশক পরে আবার পাকিস্তানে শাসক বনাম সুপ্রিম কোর্ট সংঘাতের আবহ তৈরি হতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সে দেশের শীর্ষ আদালত কার্যত নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত খারিজ করে জানিয়েছিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরানের পিটিআই দলগত ভাবেই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল

অ্যাসেম্বলির ২৩টি সংরক্ষিত আসন পাওয়ার যোগ্য। ওই মামলায় নির্বাচন কমিশনে যুক্তি ছিল, আনুপাতিক ভোটের হার অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিরই মহিলা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত ৭০টি আসন প্রাপ্য। পিটিআইয়ের স্বীকৃতি বাতিল হওয়ায় তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেতে পারে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ১৩ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ শুক্রবার সরাসরি সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল।

পাক শীর্ষ আদালতের শুক্রবারের ওই রায়ের পরেই প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছেন শাসক পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএলএন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র নেতা-কর্মীরা। যায় জেরে পাক পঞ্জাব, খাইবার-পাখতুনখোয়া এবং সিন্ধ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির ঘটনাও ঘটেছে। কয়েকটি স্থানে পিটিআইয়ের সঙ্গে শাসক জোটের সমর্থকদের সংঘর্ষের খবরও পাওয়া গিয়েছে। সংঘাতেই সেই আবহেই ইমরানের দলকে নিষিদ্ধ করার বার্তা দিলেন পাক তথ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, পাক নির্বাচন কমিশন স্বীকৃতি বাতিল করায় দলগত ভাবে ভোটে লড়তে না পারলেও গত ফেব্রুয়ারিতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে ইমরানের অনুগামীরা নির্দল হিসাবে লড়ে ৮৪টি আসনে জিতেছিলেন। পরে তাঁরা সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে শপথ নিয়ে বিরোধী দলনেতার পদ পান। অন্য দিকে, শাসক জোটের পিএমএলএন ১০৮ এবং পিপিপি ২১টিতে জেতে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দলীয় মর্যাদা ফিরে পেয়ে ২৩টি সংরক্ষিত আসনের দখল পেলে সংখ্যার হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দল পিএমএলএনের সঙ্গে ব্যবধান কমবে পিটিআইয়ের। শাসক জোটের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও থাকবে না। সে কারণেই নিষেধাজ্ঞা জারির পদক্ষেপ বলে অভিযোগ।

ফের রাজ্য পুলিশের ডিজির পদে ফিরলেন রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজীব কুমারকে ফের রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে ফেরানো হল। বর্তমান ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ফিরলেন অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ডিজি পদে। এই মর্মে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

লোকসভা ভোটের সময়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আইপিএস অফিসার রাজীব কুমারকে ডিজি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অবশেষে লোকসভা নির্বাচনের মাস দেড়েক পরে তাঁকে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে ফিরিয়ে আনা হল। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের কারণেই এতদিন ডিজি পদে রদবদল করা হয়নি বলে খবর প্রশাসনিক শীর্ষ আশঙ্কা ছিল, লোকসভা ভোটের পরই রাজীব কুমারকে ডিজি পদে ফেরালে উপ নির্বাচনের সময়ে ফের নির্বাচন কমিশন তাঁকে সরানোর নির্দেশ দিতে পারে। তাই উপ নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল

রাজ্য। খুব সম্প্রতি আর রাজ্যে কোনো নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই দেখেই রদবদলের পর্ব সেরে ফেলা হল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন পুলিশ কর্তা হলেন রাজীব কুমার। এর আগে কলকাতা পুলিশের কমিশনার, সিআইডি-র অ্যাডিশনাল ডিজি পদে ছিলেন তিনি। উনিশের লোকসভা ভোটের সময়ে তাঁকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এবারও যে ভোটের সময় তাঁকে ডিজি পদ থেকে সরানো হবে সেই দেওয়াল লিখন পরিষ্কার ছিল। কিন্তু রাজীবকে ফের ডিজি পদে ফিরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও এই পুলিশ কর্তার প্রতি তাঁর আস্থা আরও একবার যে বুঝিয়ে দিলেন। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে দায়িত্ব বুঝে নিতে চলেছেন তিনি।

রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু হয়ে গেল শাসক জোট এনডিএ

বিজেপি কমে ৮৫

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই: রাজ্যসভায় আসন কমল বিজেপির। যার জেরে সংসদের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল শাসকজোট এনডিএ। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে এনডিএ শিবিরের বাইরে থাকা বন্ধু দলগুলির সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে বিজেপির। তবে আগামী কয়েক মাসে একাধিক রাজ্যে রাজ্যসভার বেশ কয়েকটি আসনে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সেখানে নিজেদের আসন ফের বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে এনডিএ।

গত শনিবার রাজ্যসভায় রাকেশ সিন্‌হা, রাম শাকল, সোনাল মানসিং এবং মহেশ জেঠমলানির মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। শাসকদল বিজেপির পরামর্শ অনুসারে এই চার জনকেই রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। চার জনের মেয়াদ পূরণ হওয়ায় ওই চার আসন খালি হল। রাজ্যসভায় বিজেপির সদস্যসংখ্যা কমে হল ৮৬। ২৪৫ আসনবিশিষ্ট রাজ্যসভায় বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য কোনও দল বা জোটের সঙ্গে ১১৩ জন সদস্যকে থাকতে হবে। এনডিএ-র সদস্যসংখ্যা এখন ১০১, সংখ্যাগরিষ্ঠতার তুলনায় ১২টি আসন কম।

অন্যদিকে, রাজ্যসভায় বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ৮৭ জন সদস্য রয়েছেন। কংগ্রেসের হাতে রয়েছে ২৬টি আসন। তৃণমূলের হাতে ১৩টি আসন। আর আপ এবং ডিএমকের হাতে ১০টি করে আসন। তবে এর বাইরেও বেশ কিছু দল আছে, যারা খাতায়কলমে এনডিএ কিংবা 'ইন্ডিয়া'; কোনও জোটেরই শরিক নয়। অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ১১ জন, এডিএমকে-র ৪ জন, বিজেডির ৯ জন রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। অতীতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করতে বিজেপির সহায়ক হয়েছে এই দলগুলি। তবে সম্প্রতি ওডিশার বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর নবীন পট্টনায়কের দল বিজেডি জানিয়েছে, তারা রাজ্যসভায় আর বিজেপিকে সমর্থন করবে না। সে ক্ষেত্রে রাজ্যসভায় এই 'নিরপেক্ষ' দলগুলির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জ্ঞানবাপীর পর ভোজশালাতেও 'মন্দিরের অস্তিত্ব' পেল এএসআই

ভোপাল, ১৫ জুলাই: মধ্যপ্রদেশের বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরের 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র রিপোর্ট পেশ করল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)। সোমবার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ওই রিপোর্ট জমা পড়েছে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চে জমা পড়া ওই ২ হাজার পাতার রিপোর্টে ভোজশালার জমির তলায় দেবদেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের অস্তিত্ব শনাক্ত হয়েছে বলে হিন্দুত্ববাদীদের দাবি।

মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে প্রায় হাজার বছরের পুরনো ওই কামাল মওলানার দরগা এবং মসজিদ রয়েছে এএসআই-এর তত্ত্বাবধানে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, সৌধটি আসলে রাজা ভোজের তৈরি প্রাচীন সরস্বতী মন্দির। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার হিন্দুদের পুজো দিতে দেওয়া হয় ভোজশালায়। মুসলিমদের শুক্রবারে নমাজ পড়তে দেওয়া হয়। সপ্তাহের অন্যান্য দিন যে কেউ প্রবেশ করতে পারেন। তবে সেই দিনগুলিতে কাউকে পুজো দিতে বা নমাজ পড়তে দেওয়া হয় না এই ঐতিহাসিক সৌধে।

কিন্তু সেই ব্যবস্থায় ইতি টানতে হাইকোর্টের ২০২২ সালে আদালতের দ্বারস্থ হয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টকে জানান, ২০০৩ সালের একটি নোটিসের জেরে মুসলিমদের

ভোজশালায় নমাজের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সেটি আসলে হিন্দু মন্দির। বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মতো ভোজশালাতেও এএসআই-এর 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র আবেদন জানানো হয়েছিল হিন্দু পক্ষের তরফে।

গত ১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সেই আবেদন মেনে রায় ঘোষণার পরে ভোজশালায় সমীক্ষার কাজও শুরু হয়। কিন্তু মুসলিম পক্ষ সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের ১ এপ্রিল 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'য় ছাড়পত্র দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, কোনও অবস্থাতেই ওই বিতর্কিত কাঠামোর 'চরিত্র' বদলের চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং সে রাজ্যের ধার জেলা প্রশাসনকে সেই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছিল। যদিও হিন্দুত্ববাদী পক্ষের আইনজীবী হরিশঙ্কর সোমবার বলেন, 'ভোজশালা মন্দিরে ৯৪টি ভাঙা দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান মিলেছে। সেই সঙ্গে পাথরে খোদাই করা পশুদের অবয়বও শনাক্ত হয়েছে।' তাঁর দাবি, মুসলিমদের ধর্মস্থানে পশুদের মূর্তি থাকে না। তাই ভোজশালায় নমাজ বন্ধ করা উচিত। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারিতে এএসআই রিপোর্টে 'হিন্দুত্বের অস্তিত্বের' কথা জানানোর পরেই জ্ঞানবাপীর 'ব্যাস কা তহ্‌খানা'য় পূজার্চনার অনুমতি দিয়েছিল বারাণসী জেলা আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Subrata Prasad Mitra S/o. Durga Prasad Mitra ও Subrata Prasad Mitra S/o. Lt. D. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৪৩ নং এফিডেভিট বলে Srikanta Chakraborty S/o. Haradhan Chakraborty ও Sri Kanta Chakraborty S/o. S. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬১০ নং এফিডেভিট বলে Pankaj Chakraborty S/o. Kartick Chakraborty ও Pankaj Kr. Chakraborty S/o. K. C. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৯/২৩ S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ১৯৬০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Aktar Hossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nur Hossain ও Sk. N. Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৯৫ নং এফিডেভিট বলে Shampa Roy W/o. Kamskhya Prasad Roy ও Shampa Sarkar Roy W/o. K. P. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakesh Kumar Jha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahendra Prasad Jha ও M. Jha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪১ নং এফিডেভিট বলে Amar Nath Chawdhary S/o. Giridhari Lal Chawdhary ও Amar Nath Chowdhury S/o. G. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৬৯ নং এফিডেভিট বলে Shyam Sundar Chakraborty S/o. Karunamay Chakraborty ও Shyam Chakraborty S/o. K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৩৮ নং এফিডেভিট বলে Mokbul Hosen Mollah S/o. Md Ilias Mollah ও Mokbul Mollah S/o. Iliyas Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Banik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhirendra Nath Banik ও D. Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২০২ নং এফিডেভিট বলে Soma De D/o. Banshibadan De ও Soma Mukherjee W/o. Anjan Kumar Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shib Kumar Ladia ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhagirath Prasad Ladia ও Lt. B. Ladia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি শ্যামলী ঘোষ, ৮/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Tushar Kanti Ghosh ও Tusar Kanti Ghosh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি স্মরজিৎ মন্ডল L.I.C পলিসিতে সরজিৎ বিশ্বাস নাম আছে। ২১/৫/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে স্মরজিৎ মন্ডল ও সরজিৎ বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম ও আমার পিতা প্রফুল্ল মন্ডল, প্রফুল্ল বিশ্বাস ও সুনীল মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি শম্পা দালাল, পিতা রাধানাথ বিশ্বাস, স্বামী শুভেন্দু দালাল, ১/১এ ইডেন টুইন্স, ১৪২৩–মাদুরদহ, পোঃ মাদুরদহ, থানা – আনন্দপুর, কলি – ৭০০১০৭। গত ১০.৭.২০২৪ থেকে ১ম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুর এফিডেভিট নং ১২৩৪০ বলে আমি শম্পা (Shampa) দালাল (Dalal), শম্পা বিশ্বাস (দালাল) ও শম্পা বিশ্বাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি সামিম ইসলাম, পিতা Lt. Anowar Ali Biswas, দোগাছি, থানারপাড়া, নদীয়া আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে No. WB5120000108473 পিতার নাম Anwar Ali Biswas হইয়াছে। ১৫.০৫.২০২৪ তারিখের তেহট্ট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Anowar Ali Biswas ও Anwar Ali Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, **Pin-741156. NIET NO. 09/15th CFC Tied(02) 2024-2025(02),** Last date of submission **23/07/2024 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

DECLARATION

I, Kamal Prakash Singh S/o Late Ramji Singh residing at South City Garden Tower-2, Flat 11-I, 61, B.L Saha Road, P.S Behala, WB declare that Kamal Prakash Singh and Kamal Singh are both referred to the same person vide affidavit no. - 48-2024 dated 11.07.2024 sworn before Notary Public C.M.M Court Kol.

ঘোষণাপত্র

আমার মক্কেল শ্রী রুদ্রপ্রসাদ পাল, পিতা শ্রী নিরঞ্জন পাল সাং ৮৫ (৪৫/জি/এ) শীতলাতলা রোডের বাসিন্দা, এই ঘোষণাপত্র দ্বারা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছেন যে তিনি বিগত ০৯/০৩/২০১৮ তারিখে ১৫০৫০১২২৮ নং দলিল মূলে ব্যারাকপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, মৌজা- নোনা জে. এল. নং ৩, এল. আর.- ১০৪৩ নং দাগে, এল. আর. ১৩১২ নং খতিয়ান ভুক্ত ১ কাঠা ৯ ছটাক ৪ বর্গ ফুট এক খন্ড জমি যথাক্রমে ১/ শ্রীমতি ঝর্ণা ঘোষ ২/ শ্রী সন্দীপ ঘোষ ৩/ শ্রীমতি দীপান্বিতা সুর ৪/ শ্রী জয়দীপ ঘোষ ৫/ শ্রীমতি সংযুক্তা নিয়োগী ৬/ কুমারী শমিতা ঘোষ ৭/ শ্রী সুব্রত কুমার ঘোষ ৮/ শ্রীমতি অনিন্দিতা ঘোষ ৯/ শ্রীমতি অদিতি দাস ১০/ শ্রীমতি অপরাজিতা কাশ্যপি ১১/ শ্রী অভিষেক ঘোষ ১২/ শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ ১৩/ শ্রীমতি মঞ্জুলা ঘোষ ১৪/ শ্রীমতি অঞ্জনা মুখার্জী ১৫/ কুমারী রঞ্জনা ঘোষ এদের পক্ষে আম মোক্তার গণ যথাক্রমে ১ নং বিক্রেতার পক্ষে সন্দীপ ঘোষ, পিতা- মৃত পরেশনাথ ঘোষ, ৫ ও ৬ নং বিক্রেতার পক্ষে শ্রী সুব্রত কুমার ঘোষ, ৮ ও ৯ নং বিক্রেতার পক্ষে শ্রীমতি অপরাজিতা কাশ্যপি, ১১ নং বিক্রেতার পক্ষে শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ ও ১৪ নং বিক্রেতার পক্ষে কুমারী রঞ্জনা ঘোষ- এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত জমিটি শ্রী সন্দীপ ঘোষ ১২/০৬/০৯ তারিখে ব্যারাকপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭২৩ নং আমমোক্তারনামা মূলে শ্রী সুব্রত ঘোষ ০৯/০৪/১০ উক্ত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪১৩ নং আমমোক্তারনামা মূলে শ্রীমতি অপরাজিতা কাশ্যপী ০৯/০৬/১৬ উক্ত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৭ নং আমমোক্তারনামা মূলে, শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ ০৯/০১/১৬ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৮ নং আমমোক্তারনামা মূলে ও কুমারী রঞ্জনা ঘোষ ২৩/০২/১৭ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৯ নং আমমোক্তারনামা মূলে আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল ক্রয় সূত্রে উক্ত সম্পত্তি ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন।

উপরোক্ত জমির বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র ঘোষণা পত্র প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কাগজাদি সহ তাহা প্রকাশ করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

ধন্যবাদান্তে
শ্রী জয় দত্ত
আইনজীবী
ব্যারাকপুর আদালত
Enrollment No.-WB-1352/2002
M-9830426568

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর ক্রেতা সুরক্ষা আদালত চুঁচুড়া সদর
একজিকিউশন কেস নং- ৬৪/১৯
সি.সি. কেস নং- ১০৫/১৭
শুভেন্দু নন্দী ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
এম/এস ইডিজিকম ভ্যানিজা প্রাইভেট লিমিটেড পক্ষে
কৌস্তব রঞ্জন ঘোষ দীং ..প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলীর অন্তর্গত, চুঁচুড়া থানার অধীন কনকশালি নন্দীপাড়ার বাসিন্দা অধুনা মৃত জগৎপতি নন্দীর পুত্র শুভেন্দু নন্দী, এম/এস ইডিজিকম ভ্যানিজা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে কৌস্তব রঞ্জন ঘোষ, পিতা- দিলীপ কুমার ঘোষ, অফিস ঠিকানা- হেমন্ত ভবন দ্বিতীয় তল, ১২ বি বি ডি বাগ (পূর্ব), কলিকাতা-৭০০০০১, জেলা- অফিসের ঠিকানা-১৬ তেলিপাড়ালেন চাঁতরা, শ্রীরামপুর, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর ক্রেতা সুরক্ষা আদালত চুঁচুড়াতে ২০১৯ সালের- ৬৪ নং একজিকিউশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যাহার সি সি কেস নং-১০৫/২০১৭ হইতে আগত হইয়াছে। যদি উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা উকিলবাবুর মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য বলিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
উকিলবাবু
অয়ন দত্ত
অ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার /Registrar
হুগলী ক্রেতা সুরক্ষা আদালত, চুঁচুড়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, একটি অরিজিনাল দলিল হারিয়ে গেছে। দলিল নম্বর ৫৫১৮ / ২০০০ সালে বেথুয়াডহরী সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে, ৪ শতক জমি, মৌজা কাঁঠাল বেরিয়ার অন্তর্গত দাগ নং ৫১/১১১৪ এর অধীন ৯১ নং খতিয়ানের অন্তর্ভূক্ত, জে. এল. নং ৪৭, থানা-নাকাসিপাড়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত আমার মক্কেল রাণু ঘোষ, উক্ত দলিলটি তার নিজ বাসস্থান থেকে হারিয়ে ফেলার জন্য বারাসাত থানায় ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে একটি লিখিত ডায়েরি নথিভূক্ত করিয়েছেন।

যদি কেনো ব্যক্তি উক্ত দলিলখানি খুঁজে পান কিংবা উক্ত জমি সংক্রান্ত কোনো দাবিদাওয়া থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ যোগাযোগ করিবেন। নচেৎ উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো দাবিদাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

মাধব সামন্ত, অ্যাডভোকেট
তারিখ-১৬.০৭.২০২৪ জাজেস কোর্ট, হাওড়া
স্থান-হাওড়া মো. নং.-৯৮৩০১৭১২৭২

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১. গীতালী চট্টোপাধ্যায়, স্বামী অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সাং- পূর্ব সেখপাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮।

২. শিউলী ভট্টাচার্য্য, স্বামী রাজেন্দ্র ভট্টচার্য্য, সাং- উত্তরপাড়া বেঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী– ৭১২১৩৫।

বিগত ইং- ২৪/০৩/২০২৩ তারিখে চুঁচুড়া-এ.ডি.এস.আর অফিসে I-2658/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সঞ্জয় দে** পিতা -সুভাষ দে সাং- অধিকারীপাড়া বাসুদেবপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী - ৭১২৫০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করণে ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে, **অমিয় হাজরা** পিতা সমীর হাজরা চুঁচুড়া- এ.ডি.এস.আর অফিসে I-2954/2024 নং দলিল মূলে ও প্রশান্ত চক্রবর্তী-পিতা জীবন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, চুঁচুড়া- এ.ডি.এস.আর অফিসে I-2940/2024 নং দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল :- জেলা- হুগলী, থানা- পোলবা, মৌজা- আকনা, জেল নং- ২৩ হাল - ১১৪৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল - ১০৫১ দাগে ষোলো আনার শালী জমি ৩৫ শতকের মধ্যে ১৭.৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O পোলবা-দাদপুর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম আনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- সঞ্জয় দে
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১। **শ্রী মোহন ঘোষ ওরফে মোহন চন্দ্র ঘোষ,** পিতা- ৺কালিপদ ঘোষ ওরফে কালাচাঁদ ঘোষ, ২। **শ্রী কার্তিক ঘোষ,** ৩। **শ্রী কেশব ঘোষ,** ৪। **শ্রী মাধব ঘোষ,** ৫। **শ্রী যাদব ঘোষ,** ৬। **শ্রী বিষ্টু ঘোষ** উভয়ের পিতা ৺লক্ষী ঘোষ ওরফে লক্ষীচন্দ্র ঘোষ, উভয়ের সাকিম-পুরুষোত্তমবাটী পোঃ-সুগন্ধ্যা, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০২, **৭। ছবি ব্যানার্জ্জী ওরফে ছবি ঘোষ ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জ্জী পিতা প্রয়াত লক্ষী ঘোষ ওরফে লক্ষী চন্দ্র ঘোষ, সাং-সুগন্ধ্যা, পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০২, ৮। শ্রীমতী কমলা পাল ওরফে কমলা ঘোষ স্বামী শ্রী অসীম পাল, পিতা প্রয়াত লক্ষী ঘোষ ওরফে লক্ষী চন্দ্র ঘোষ, সাং-কানাগড়, পোঃ-নলডাঙ্গা থানা চাঁচড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১২৩, বিগত ইংরাজী ৩০।০৬।২০২২ তারিখে ডি এস আর-১ হুগলী অফিসে রেজেষ্ট্রিকৃত I –৮৪১৮ / ২০২২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **শ্রী সুশান্ত গোল** পিতা প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ গোল, সাং-ও পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০২, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

১। জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পুরুষোত্তমবাটী, জে এল নং ৭০, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৯৬/১ মোহন চন্দ্র ঘোষ নামীয় খতিয়ান ভুক্ত ০.০৭ শতক, ২২৩/১, লক্ষীচন্দ্র ঘোষ উভয়ের পিতা কালীপদ ঘোষ পরিমান ০.০৭ শতক, এল আর দাগ নং ৫৬১ ।

২। জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পুরুষোত্তমবাটী, জে এল নং ৭০, এল আর দাগ নং ৫৪৯, এলআর খতিয়ান নং- ৩৭, পরিমান ০.২২ শতক, কালাচাঁদ ঘোষ, এলআর খতিয়ান নং ৫৫৯, পরিমান ০.১৬ শতক, মোহন ঘোষ, এল আর খতিয়ান নং ৫৬০, ০.০৩ শতক, কার্ত্তিক ঘোষ, এল আর খতিয়ান নং ৫৬১, ০.০৪ শতক, যাদব ঘোষ, এলআর খতিয়ান নং ৫৬২, ০.০৩ শতক, বিষ্টু ঘোষ, এল আর খতিয়ান নং ৫৬৩, ০.০৪ শতক, মাধব ঘোষ, এল আর খতিয়ান নং ৫৬৪, ০.০৩ শতক, কেশব ঘোষ উভয়ের পিতা লক্ষী ঘোষ, মোট পরিমান ০.৫৫ শতক, শ্রেনী শুনা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
শ্রী সুশান্ত গোল
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে, আমার মক্কেল- মহম্মদ শহিদ, পিতা-মহম্মদ ইয়াকুব, সাং- ৭৭ আর টি ঘোষ রোড, পোষ্ট-গরিফা, থানা- নৈহাটি, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, মৌজা- মামুদপুর, জে এল নং ০৯, সাবেক দাগ- ৪৮৪২/৪৯৬৪ যাহা হাল ৫০৮৯ নং দাগে এল আর ২৫০৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ২.৪৭৫ শতক শালি শ্রেণী ভুক্ত বর্তমানে বাস্তু যোগ্য ফাকা জায়গা গত ইংরাজি ০৯/০১/২০১৯ তারিখে রেজিস্ট্রি যুক্ত বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিসের ৪নং বহির ১৫০১ নং ভল্যুমের ১১৮৫ থেকে ১২০০ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৬ নং আমমোক্তারনামা- শেখ আলাউদ্দিন, পিতা-শেখ সাহারাব, হামিদপুর, কুলিয়াগড়, আমডাঙ্গা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩১৬৬ নিবাসী, দলিল মুলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী বাসুদেব ঘোষ, পিতা -স্বর্গীয় গৌরমোহন ঘোষের নিকট হইতে ৩১/০৩/১৯৯৯ তারিখে রেজিস্ট্রিযুক্ত নৈহাটি সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ০১ নং বহির ২৭ নং ভল্যুমের ১৭ থেকে ২২ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ১১৭২ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হামিদপুর নিবাসী আব্দুল হাকিম এর নিকট হইতে স্নামে খরিদ করিয়াছেন, এক্ষনে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ২০ দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষর কারীর কাছে লিখিত ভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করিয়া নেবে।

Shuvendu Ghosh
Advocate
Barrackpore Court

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমত্যা তপতী পাল স্বামী ৺কার্ত্তিক চন্দ্র পাল **২) শ্রী শুভঙ্কর পাল ৩) শ্রী গৌরব পাল** ২ ও ৩ এর পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র পাল সকলের সাকিম পূর্ব সেখপাড়া, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন 712148, ও **৪) শ্রীমতী চম্পা পাল (কুন্ডু)** স্বামী শ্রী কমল কান্ত কুন্ডু পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র পাল সাকিম আকনা ষষ্ঠীতলা, পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন 712148, বিগত ইং 18/09/2014 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া সদর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-332/14 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী দীপঙ্কর পাল** পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র পাল সাকিম - পূর্ব সেখপাড়া, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন 712148,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও নিজ অংশ বলে আমি **শ্রী দীপঙ্কর পাল,** ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া সদর অফিসে **১) শ্রী রমেন মন্ডল** পিতা ৺রায়মোহন মন্ডল **২) শ্রীমতী অঞ্জলী মন্ডল** স্বামী শ্রী রমেন মন্ডল সাকিম সেরপুর, উত্তরপাড়া, পোঃ নয়াসরাই, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712513, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে বিগত 31/08/2016 তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত I-9183/2016 নং কোবালা দলিল মুলে 07.80 শতক বা 04.72 কাঠা বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- বলাগড়, মৌজা-সেরপুর, জে. এল.- 129, হাল এল.আর. খতিয়ান - 54/1, আর. এস. তথা এল. আর. 43 নং দাগে শুনা জমি, মোট কমবেশী 37 শতকের মধ্যে 03 শতক বা কমবেশী 01.82 কাঠা ২নং ক্রেতা **শ্রীমতী অঞ্জলী মন্ডল** স্বামী শ্রী রমেন মন্ডল মহাশয়কে এবং আর. এস. তথা এল. আর. 44 নং দাগে শুনা জমি, মোট কমবেশী 14 শতকের মধ্যে 04.80 শতক বা কমবেশী 02.90 কাঠা ১ নং ক্রেতা **শ্রী রমেন মন্ডল** পিতা ৺রায়মোহন মন্ডল মহাশয়কে I-9183/2016 নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করা সকলের পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতাগণ উক্ত সম্পত্তি বলাগড় বি এল এন্ড এল আর ও অফিস, জিরাট-এ নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া যদি কাহারও কোনরূপ আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাইবেন। নচেৎ ভবিষ্যতে কাহারো কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- শ্রী দীপঙ্কর পাল
আমমোক্তার

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the general public that one ID Card of **MR. RAM KRISHNA DAS** issued by ICICI Bank Ltd. having **I Card No. 2424147** has been found missing and or loss on **12.07.2024**. Anyone, who finds the said ID Card, is requested to return the said ID Card to the Manager Debt Services & Management Group, ICICI Bank Limited, ICICI BANK REGIONAL OFFICE TECHNOPOLIS BUILDING, Salt Lake, Sector-5, Kolkata -700091. Therefore, all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said **ID Card No. 2424147.**

Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID Card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound and or responsible for any payment.

Sd/-
For ICICI Bank Limited
Date : 16/07/2024
Place : Kolkata

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে চলবে স্পেশ্যাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নির্ঘণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা অসংখ্য ভক্তদের আকর্ষণ করে। যারা মহাদেবের আশীর্বাদ নিতে এবং ভক্তি ও ঐক্যের আবহে নিজেকে নিমগ্ন করতে আসেন, তাঁরা শ্রাবণ মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে আগস্ট মাসে মেলায় সমবেত হ ন মহাদেবের 'জলাভিষেক' এর জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা মহাদেবের 'জলাভিষেক' এর জন্য তারকেশ্বরে যান। শ্রাবণী মেলার সময়, তারকেশ্বর এবং শেওড়াফুলি স্টেশনে প্রচুর ভক্তদের ঢল দেখা যায়। ভক্তদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে, পূর্ব রেল হাওড়া বিভাগে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরে ছয় জোড়া অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় সব রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে চলবে।

হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে ভোর ৪টে ৫মিনিটে এবং দুপুর ১২টা ৫০ এ ছাড়বে। যথাক্রমে তারকেশ্বরে পৌঁছাবে ভোর ৫টা ৩৫মিনিটে এবং দুপুর ২টো ২০ তে। একই ভাবে, শিব দর্শনের পর ভক্তদের হাওড়া ফেরত আসার জন্য, ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি তারকেশ্বর থেকে সকাল ১০টা ৫৫ এবং রাত ৯টা ১৭ তে ছাড়বে। যথাক্রমে দুপুর ১২টা ৩০ এবং রাত ১০টা ৪৫ এ হাওড়ায় পৌঁছাবে।

এছাড়াও, শেওড়াফুলি থেকে সাধারণত পবিত্র গঙ্গার জল তারকেশ্বরে জলাভিষেকের জন্য নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করে, পূর্ব রেল শেওড়াফুলি এবং তারকেশ্বরের মধ্যে ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল শেওড়াফুলি থেকে সকাল ৬টা৫৫, ৯টা ২০, বিকেল

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৪ ৩১ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

মানুষের অভাব-অভিযোগ জানতে বিজেপির অস্ত্র শুভেন্দুর পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নতুন অফিসিয়াল পোর্টালের আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে। নিজেই এমনটি জানালেন তিনি। পোর্টাল সম্পর্কে শুভেন্দু বলেন, 'পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং সদ্য সমাপ্ত চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি তাঁদের জন্য বড়সড় গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সোমবার থেকে তারা বিরোধী দলনেতার নতুন পোর্টালে অভাব অভিযোগ-সহ নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। যাঁরা পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করবেন তাঁদের নাম পরিচয় গোপন থাকবে।'

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে চার কেন্দ্রের ১০০ জন ভোটার, যাদের আঙুলে ভোটের কালি পড়েনি, তাঁদের নিয়ে রাজভবনে শীঘ্রই যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিতে শোনা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, 'যেভাবে নন্দীগ্রামে গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম ঠিক সেভাবেই যাঁরা ভোট দিতে পারেননি সেই সমস্ত অত্যাচারিত মানুষজনের বিরোধী দলনেতা হিসেবে পাশে থাকব।' তবে শুধুমাত্র যাঁরা ভোট দিতে পারেননি তাঁরাই নন, ভোট পরবর্তী অশান্তি থেকে শুরু করে যে কোনও অত্যাচারের শিকার হওয়া মানুষজনও বিরোধী দলনেতার নয়া পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বলেও

জানিয়েছেন শুভেন্দু।

প্রসঙ্গত, যে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কখনও মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী নিজের মোবাইল নম্বর জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন আবার কোথাও পথে জনসংযোগের সময় শাসক দলের চোখরাঙানি থেকে অনৈতিক কাজ-সহ যে কোনও ধরনের সমস্যা হলে সরাসরি তঁকে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করার পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে। এবার সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের নয়া মাধ্যম হিসেবে সোমবার থেকে 'বিরোধী দলনেতার' পোর্টাল চালু করার কথা নিজেই ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের এই ঘটনায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই মূলত জনসংযোগের লক্ষ্যেই শুভেন্দুর এই উদ্যোগ। অন্যদিকে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে শাসক দল এবং সরকারকে হামেশাই নিশানা করেন শুভেন্দু। রবিবার রাজভবনের সামনে ধর্না মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় শুভেন্দু অধিকারী বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে এও বলেন, 'শীঘ্রই এ রাজ্যের আট সাংসদ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার দাবি জানাবেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের করা মানহানি মামলার রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী-সহ তৃণমূল নেতারা সম্মানহানিকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকুক, আদালতের কাছে এই আর্জি জানিয়ে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে সব পক্ষই সওয়াল করেন। এই মামলায় বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও সোমবার সওয়াল করেন। আদালত সূত্রে খবর, শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে।

বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানিতে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সওয়াল করেন, 'রাজ্যপালের সম্মানহানি হয়, এমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি।' অপরদিকে রাজ্যপালের আইনজীবী বলেন, 'রাজ্যপাল সম্পর্কে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে। দুই নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজ্যপাল চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে কোনও ভয়ের কথা ছিল না। তারপরেও মহিলারা রাজভবনে যেতে ভয় পান এই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে। এটা বিদ্বেষমূলক মন্তব্য।' এরই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্য মানহানিকর নয়। তিনি শুধু একটি মন্তব্য করেছেন। সাধারণের স্বার্থে এমন কথা বলেছেন।' সংবাদমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন সবাইকে রাজভবনে যেতে হবে? মহিলারা সেখানে যেতে নিরাপদ বোধ করেন না।' মহিলারা তাঁকে সে কথা বলেছেন। এটা মানহানি হতে পারে না। জনসমক্ষে একথাই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। এটা তাঁর বাক্‌স্বাধীনতা।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'যদি সম্মানহানিই না হয়ে থাকে, তাহলে আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করার কোনও প্রয়োজন নেই।' তিনি উল্লেখ করেন, একজন জন প্রতিনিধি হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে তিনি রাজ্যপালের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। এরই সূত্র ধরে আইনজীবীর প্রশ্ন, এতে কীভাবে সম্মানহানি হয়? মুখ্যমন্ত্রীর তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, রাজভবনে যে ঘটনা ঘটেছে বলে মূল অভিযোগ, সেটা ইতিমধ্যেই মানুষের সামনে এসেছে, কিন্তু সেটা নিয়ে রাজ্যপাল কোনও চ্যালেঞ্জ করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি মহিলাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছেন যে তারা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছে। এমনই সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী। বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, কেন রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। তাঁর আইনজীবী এদিন জানান, রাজভবনের এক মহিলার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেটা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পেরেছেন। সেই কারণেই তিনি একজন মহিলা হিসেবে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। পাল্টা রাজ্যপালের আইনজীবী বলেন, 'সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে চিঠি লিখে জানাতে পারতেন যে তিনি রাজভবনে আসতে ভয় পাচ্ছেন, সেটা তিনি করেননি।' সেই সঙ্গে রাজ্যপালের আরও প্রশ্ন, 'সবাই বলছেন যে তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা মহিলাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছেন, তাই তাঁরা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা মহিলা কে বা কারা? আসলে কেউ নেই।' এরই পাশাপাশি রাজ্যপালের আইনজীবী এও প্রশ্ন তোলেন, দুই বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা শপথ নেবেন। এটা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সেখানে অন্য বিষয় কেন জুড়ে দেওয়া হল তা নিয়েও। এদিকে কুণাল ঘোষের দাবি, তিনি এমন কোনও মন্তব্য করেননি যাতে রাজ্যপালের মানহানি হয়।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তোলেন এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। এই অভিযোগ নিয়ে জোর চাপানউতোর তৈরি হয়। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে জড়ায় আরও একবার। এই টানাপোড়েনের মাঝেই আবার বরাহনগর এবং ভগবানগোলার দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে নজিরবিহীন জটিলতা তৈরি হয়। সে প্রসঙ্গে উষ্মাপ্রকাশ করতে গিয়ে রাজ্যপালের শ্লীলতাহানির প্রসঙ্গ টেনে আনেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড়ুয়া বেকারিজের জমি নিয়ে তরজায় শাসকদলের বিধায়ক-কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি বাঁচানোর নামে কাউন্সিলর আসলে জমি হাঙরের ভূমিকা পালন করছেন, এমনই অভিযোগ শাসকদলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আনলেন শাসকদলেরই বিধায়ক। সমস্যার শুরু খাস কলকাতার বুকে এন্টালির ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৪৪ কাঠা জমি ঘিরে। যা ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ুয়ার মাঠ বলেই পরিচিত। আর এই জমি ঘিরে বিধায়ক ও কাউন্সিলরের দ্বন্দ্ব চরমে। কয়েকদিন আগেও এই মাঠকে খেলার মাঠ করার দাবিতে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুরনিগমের বস্তি বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার আন্দোলন শুরু করেন। এলাকার বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভও করেন। যদিও ৪৪ কাঠা জমি বড়ুয়া বেকারিজ প্রাইভেট লিমিটেডের নামে রয়েছে বলে দাবি পরিবারের। এমনকী জমির করও মেটানো হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদের। এই ঘটনায় বড়ুয়া বেকারিজ প্রাইভেট লিমিটেডের সৌরভ বড়ুয়া জানান, 'আমাদের এই জমি বহুদিন আগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়। আসতে আসতে যদিও সেই পাঁচিল ভেঙে দেয়। ২০২৩ অবধি কর দিয়েছি। অথচ পাঁচিলের ইঁট খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। এলাকার লোকজন বলছেন এখানে খেলার মাঠ হবে।' বড়ুয়া পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ন্যায্য মূল্যের কথা।

আর এখানেই বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার দাবি, জমি বাঁচানোর নামে কাউন্সিলর আসলে জমি হাঙরের ভূমিকা পালন করছেন। স্বর্ণকমল বলেন, 'এভাবে প্রাইভেট প্রপার্টি দখল করা যায়? ও বলছে জমি হাঙর থেকে বাঁচাব। ও তো নিজেই জমি হাঙরের ভূমিকা নিতে চলেছে। আমার জায়গায় কেউ খেলার মাঠ করে দেবে? এটা দখল ছাড়া কী? কর্পোরেশনের জায়গা বের করে খেলার মাঠ করুক।' পাল্টা মুখ খুলেছেন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারও। কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'উনি না জেনে হয়ত বলেছেন। আমি জমি হাঙরদের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছি মানুষের স্বার্থে। বেআইনি প্রোমোটাররা যারা রাজত্ব করে, উনি তাদের প্রশ্রয় দিতে পারেন। আমি নই। সরকারের কাছে জমি অধিগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছি।'

কলকাতার হকারদের মধ্যে সংখ্যায় এগিয়ে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাতের বিরাট অংশ জুড়ে যে হকররা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের। অন্তত এমন তথ্যই সামনে এল কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে সমীক্ষক দলের পর্যবেক্ষণে। পুরসভার এই সমীক্ষক দল এমন হকারদের সন্ধান পেয়েছেন যাঁরা আদতে বিহার, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে কলকাতা পুরসভার তরফে ১৫০ জন পুর কর্মীকে হকার সমীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এক একটি হকার জোনে সমীক্ষা করতে ১০টি করে দল নেমেছিল। প্রতিটা দলে চার-পাঁচজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ওই কাজ করেন। কলকাতা শহরে বিভিন্ন এলাকায় এরকম ৪০টি টিম নামানো হয়েছিল। কোন রাস্তায় কত হকার বসেছে তাদের নাম, ঠিকানা অ্যাপে নথিভুক্ত করতে বলা হয়। এরপরই সামনে আসে কলকাতার হকারদের নিয়ে এই তথ্য। এদিক কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এরপর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। পুরসভা সূত্রে খবর, চলতি মাসের শেষে কিংবা অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে। তারপর তা জমা পড়বে নবান্নে। ২০১৫ সালের একটি তালিকা অনুযায়ী শহরে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার হকার থাকার কথা। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে গত ৯ বছরে ওই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।

ধর্মতলায় ইসকনের উলটো রথে টান ভক্তদের।

ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দফতরে অভিযান সিটুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো রাজ্য জুড়ে অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযান করা হয়েছে। হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোমবার ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পথ হকার্স ইউনিয়ন। এদিন ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে মিছিল করে উচ্ছেদ হওয়া হকাররা এসে জমায়েত হয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারপর সিটুর জেলা সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দেন। সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা

জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, হকাররা বেআইনি নয়। এই উচ্ছেদ বেআইনি। মুখ্যমন্ত্রী বেআইনিভাবে হকার উচ্ছেদ করছেন। গার্গীর অভিযোগ, কোনও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে না। পুর্নবাসন ছাড়াই হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে। গার্গীর হুঁশিয়ারি, উচ্ছেদ বন্ধ না হলে তাঁরা এবার বুলডোজারের সামনে দাঁড়াবেন। তাঁর দাবি, পুর্নবাসন ছাড়া কোনওভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। হকারদের ওপর পুলিশি জুলুম বন্ধ করতে হবে।

টালিগঞ্জে ডাকাতিতে গিরিডির পাহাড় থেকে মিলেছিল অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়খণ্ডের গিরিডির দুর্গম পাহাড়ের উপর পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখা ছিল একটি রিভলবার। তা খুঁজে পেয়েই ডাকাতি করার কথা মাথায় আসে, এমনটাই দাবি টালিগঞ্জে ডাকাতির ঘটনায় ধৃতদের। দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জে প্রবীণ দম্পতিকে মারধর করে গুলি চালিয়ে ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় ধৃতদের এই দাবি শুনে হতবাক কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরাও।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই দক্ষিণ কলকাতার লেক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতলে প্রবীণ দম্পতির উপর অত্যাচার করে ডাকাতির চেষ্টা করে বাড়ির সাফাইকর্মী ও তার দুই সঙ্গী। তিনজনকেই পুলিশ গ্রেফতার করে। জেরার মুখে তারা জানায় যে, পালানোর সময় সাহাপুর রোডের সংযোগকারী অপরিসর রাস্তার পাশে মজে যাওয়া পুকুরে অস্ত্রটি ফেলে দিয়েছে। এলাকার একটি সিসিটিভির ফুটেজেও তাদের পুকুরে অস্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে দেখা যায়। তারই সন্ধানে পুলিশ ডিএমজির ডুবুরি ওই পুকুরে নামায়। কিন্তু পাঁকে ডুবে যাওয়া ওই রিভলভারটির সন্ধান মেলেনি। এদিকে, তারা কোথা থেকে, কত টাকা দিয়ে অস্ত্রটি কিনেছে, তার উত্তরে সাফাইকর্মী সঞ্জয়ের দুই সঙ্গী জানায়, তাদের অস্ত্র কিনতে হয়নি। তারা গিরিডির একটি পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎই পাথরের খাঁজে তারা অস্ত্রটি দেখতে পায়। ভিতরে ছিল বুলেটও। এর পরই তাদের মাথায় ডাকাতির পরিকল্পনা আসে। সাফাইকর্মী সঞ্জয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে সে-ও রাজি হয়ে যায়। সে-ই রিভলবারটি নিয়ে তাদের রেলপথে কলকাতায় আসতে বলে। তারা শহরে আসার পর সঞ্জয় সঙ্গীদের কাছ থেকে অস্ত্রটি দেখে। এর পর মদ্যপানের আসরে বসে লেক অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে তারা ডাকাতির ছক কষে। যদিও ডাকাতদের পাহাড় থেকে এভাবে অস্ত্র জোগাড় করার দাবি নিয়ে পুলিশ এখনও ধন্দে। তারা কারও কাছ থেকে অস্ত্রটি কিনেছিল কি না, সেই ব্যাপারেও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আবার অস্ত্র জোগাড়ের ক্ষেত্রে ধৃত তিন ডাকাতের দাবি সত্যি হলে সেটি মাওবাদীদের অস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনাও পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না।

জয়ন্তকাণ্ডে শিক্ষা নিয়ে শুদ্ধিকরণের পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিং কাণ্ডে চরম বেকায়দায় কামারহাটিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও আড়িয়াদহের 'বেতাজবাদশা' জয়ন্ত সিং ও তাঁর দলবল এখন পুলিশি হেফাজতে। জয়ন্ত কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কামারহাটিতে শুদ্ধিকরণের পথে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার কামারহাটিতে দলীয় বৈঠক ডেকেছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। উক্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক মদন মিত্র এবং পুরপ্রধান গোপাল সাহা-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মদন মিত্রকে পাশে নিয়ে সাংসদ সৌগত রায়ের হুঁশিয়ারি, 'দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রমোটার কিংবা

সমাজবিরোধীদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অতীতে যদি কোথাও ভুল থাকে, তাহলে সেটা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' বৈঠকে উপস্থিত সকলেই এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। তাঁর দাবি, প্রমোটার কিংবা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে শোকজ কিংবা দল থেকে বহিস্কার করা হবে। অপরদিকে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'যার জন্য মানুষের কাছে দলের মুখ নষ্ট হবে। সেইরকম কাউকে রেয়াত করা যাবে না। দলের কেউ মন্তব্য করলে তাকে দল বিরোধী ঘোষণা করা হবে।'

কড়েয়ার প্রোমোটার খুনে 'ভিনরাজ্যে পলাতক' খুনিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কড়েয়ায় খুনের পর হাওড়া স্টেশন হয়েই ভিন রাজ্যে পালিয়েছে দুই খুনি, এমনটাই জানানো হল লালবাজারের তরফ থেকে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হাওড়া স্টেশনের বাইরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুই খুনিকে চিহ্নিতও করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, সঙ্গে থাকা বাইক ও স্কুটি হাওড়া স্টেশনের বাইরে কোথাও রেখে তারা ট্রেন ধরে পালিয়েছে ভিনরাজ্যে। যদিও স্কুটি ও বাইক করেই তারা ভিনরাজ্যে পালিয়েছে কি না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রাজ্যের একাধিক টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি পুলিশের টিম তল্লাশি চালাচ্ছে ভিনরাজ্যেও।

গত শুক্রবার ভোররাতে কড়েয়ার শামসুল হুদা রোডে নিজের অফিসঘরের ভিতর খুন হন প্রোমোটার সামশের আলি। প্রোমোটারের বাইক ও স্কুটি নিয়ে পালায় তাঁরই ছায়াসঙ্গী তথা 'বডিগার্ড' রাহুল ও এক সঙ্গী। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, খুনিদের বাইক ও স্কুটি নিয়ে পালানোর দৃশ্য উঠেছে আশপাশের দু'টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজেও। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ হাওড়ায় পৌঁছয়। হাওড়া স্টেশনের বাইরের সিসিটিভিতেও তাদের দেখা গিয়েছে বাইক ও স্কুটি করে যেতে। যদিও তারপর তারা সড়কপথেই পালিয়েছে কি না, তা নিয়ে পুলিশ ধন্দে। তবে পুলিশের ধারণা, শেষ পর্যন্ত হাওড়া থেকে ট্রেনে করেই পালিয়েছে তারা। তাই হাওড়া স্টেশনের ভিতর সিসিটিভির ফুটেজও পুলিশ পরীক্ষা করছে। রাহুলের বাড়ি অসমে হলেও সে বিহার বা অন্য রাজ্যে সঙ্গীকে নিয়ে পালিয়েছে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। এদিকে, রাহুল নামে ওই খুনের মূল অভিযুক্ত সামশেরের কর্মচারি হলেও গত এক বছর ধরে বিভিন্ন কারণে দুজনের মধ্যে গোলমাল হয়েছে বলেই জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পুলিশ তদন্তে নেমে এও জানতে পেরেছে, বছর দুয়েক আগে রাজারহাট ও নিউটাউনে বিভিন্ন কাজ করত রাহুল। ওই সময়ে সামশেরকে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে ধরাও পড়েছিল সে। এদিকে রাজারহাটে যাতায়াতের সূত্র ধরেই রাহুল সামশেরের নজরে আসে। তিনি তাকে কাজে নিয়োগ করেন। কিন্তু এক বছর আগে টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে সামশেরের সঙ্গে রাহুলের গোলমাল হয়। খুনের এক সপ্তাহ আগে ফের দুজনের মধ্যে গোলমাল হয়। তখন রাহুলকে মারধর করে সামশের। পুলিশের মতে, সেই শোধ তুলতে সামশেরের মাথায় চপার দিয়ে এতটাই জোরে খুনি আঘাত করে যে, তাঁর মাথা থেকে ঘিলুর প্রায় পুরো অংশই ছিটকে গিয়ে পড়ে বালিশ ও বিছানায়। দেওয়ালে পর্যন্ত চপারের দাগ পড়ে যায়।

২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ট্র্যাকে বসানো হল মেটাল ফেন্সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র আট মাসেই তৈরি সম্পূর্ণ হল পূর্ব রেলের অধীনে বাংলায় ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ট্র্যাকের আপ ও ডাউন এর মেটাল ফেন্সিংয়ের কাজ। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেলের ট্র্যাককে যতটা সম্ভব নিরাপদ করার জন্য প্রাথমিক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল হাওড়া-খানা জংশন কর্ড লাইনের রুটকে। সেই রুটের দু'পাশ এখন মেটাল ফেন্সিং বসানোয় লাইটি পুরোপুরি সুরক্ষিত বলে দাবি করেছেন রেলকর্তারা। বন্দে ভারতের মতো সেমি হাই স্পিড ট্রেনের পাশাপাশি হাওড়া রাজধানী এবং শতাধীর মতো প্রিমিয়াম ট্রেন নিত্যদিন চলে এই কর্ড লাইন ধরেই। ভারতীয় রেলের হিসেব বলছে, ট্রেনের লাইনে অজান্তে গবাদিপশু এসে পড়ায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা লেগে থাকে। 'শর্টকাট' করতে গিয়ে ট্রেনের ট্র্যাকে উঠে দুর্ঘটনায় পড়েন মানুষও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র ২০২১-এর পরিসংখ্যান বলছে, সেই বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেলওয়ে ক্রসিংয়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৫০০-এর বেশি। আর তাতে প্রায় ১৮০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের মোট দুর্ঘটনার ১০ শতাংশের বেশি

ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। দুর্ঘটনার প্রভাবে দূরপাল্লার ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'গতিমান ভারত' যাতে এমন ঘটনার জন্য কোনও ভাবেই গতি না হারায়, তার জন্য দেশের প্রতিটা রেলওয়ে জোনেই উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে ভারতীয় রেল। পূর্ব রেলও এর ব্যতিক্রম নয়। হাওড়া-খানা জংশন কর্ড লাইন বরাবর অর্থাৎ যে রুটে সেমি হাই স্পিড ও অন্য দূরপাল্লার ট্রেন সবচেয়ে বেশি যাতায়াত করে, আট মাস আগে সেই রুটকে সুরক্ষিত করার কাজ শুরু হয়।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'আপ ও ডাউন, দু'টি লাইনের পাশেই মেটাল ফেন্সিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাত্র আট মাসে আমরা আপ ও ডাউন লাইন বরাবর ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে বেড়া দিতে পেরেছি।' পূর্ব রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে অনেক জায়গাতেই রেলের ট্র্যাকের দু'পাশে জলা জমি রয়েছে। এই কারণেই সুবিধাজনক জায়গায় ফেন্সিংয়ের কাজটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে এবং অন্যত্র শ্রমিকরা হাতে-কলমে কাজটি করেছেন। এতে রেল ট্র্যাকে মানুষ ও গবাদিপশুর ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা কমেছে বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের।

কলকাতা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফে বৃক্ষ রোপন এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হল। প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দিলেন সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা। উপস্থিত ছিলেন আইপিএস রাজেশ কুমার, ডব্লিউবিপিসিবি-এর চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র সহ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী জোট গড়ার ক্ষেত্রে অবিচক্ষণতা সিপিএম দলকে নির্বাচনে ধরাশায়ী করেছে

সিপিএম-এর তো এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দশা। শাসক তৃণমূল দলকে প্রধান প্রতিপক্ষ ভেবে প্রচার করলে ভোটে জেতা যাচ্ছে না, আবার অন্ধ তৃণমূল-বিরোধিতা ছাড়া দলকে ধরে রাখাও এক প্রকার অসম্ভব। মনোভাব তো চাইলেই আর বদলানো যায় না। কেউ বলতে পারেন, শাসক দলের দুর্নীতি এখন চরমে আর মানুষ তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ। অতএব শাসকবিরোধী সংগ্রামকে এ সময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ঠিক, কিন্তু মিছিল-মিটিং-বিক্ষোভ সমাবেশের রুটিন কর্মসূচি কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর এবং ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক, কিন্তু সে কথা ভাবছে কে? এমন দুর্দমনীয় তথা ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, সিপিএম নেতৃত্বের আজ তা আছে বলে মনে হয় না। রাজ্যস্তরে বিজেপি দলের বিপদকে চিনতে না পারার ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনই কংগ্রেস-বাম নির্বাচনী জোট গড়ার ক্ষেত্রে অবিচক্ষণতা সিপিএম দলকে নির্বাচনে ধরাশায়ী করেছে। নীতিগত ভুল ছাড়াও অনেক সময়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ছে নেতৃত্ব। 'আমরা মানুষের সঙ্গে আছি'; এ কথার অর্থ কী? রুটিরুজির কথা বললেই কি ভোটারের মন জয় করা যায়? 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' যে রুটিরুজির অধিকারের প্রশ্নটিকে আড়াল করে দিতে পেরেছে, বাম নেতারা বোঝেননি। আত্মতুষ্টির মনোভাবে দলের অসীম ক্ষতি হচ্ছে। যে কোনও কাজে সব সময়ে এক ধরনের কৃতিত্ব অনুভব করার মধ্যে আত্মশ্লাঘা আছে, কিন্তু এ তো এক বিভ্রম মাত্র। বরং এই মনোভাব বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট। ২রা এপ্রিল, ১৮৮২, বেলা ৫টা। কেশব ভিতরর ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবদ দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভক্তবন্ধু কালীনাথ বসু পীড়িত, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন, কেশবের আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমার অনেক কাজ, আবূর খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বললুম, ''মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলিকাতায়. গেলে কার সঙ্গে কথা কইব।''
শ্রীযুক্ত প্রতাপাদি ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কহিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৪ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আর কে ধাওয়ানের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়ার ধনরাজ পিল্লাইয়ের জন্মদিন।*

বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' নিবেদিত একটি নাম বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী

শান্তনু রায়

We shall live togeher and we shall die together 'চিরসখা ইতিহাস পুরুষ সুভাষচন্দ্রের জন্য যিনি এ অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের ছায়াসঙ্গী বিপ্লবীতাপস সত্যরঞ্জন বক্সী। আজ ১৬ই জুলাই সেই বিপ্লবী সাধকের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। এও এক সমাপতন যে,স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের এই সহযোদ্ধা ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ অধুনা বাংলা দেশের বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বার্থী গ্রামের বাসিন্দা ঢাকার মিডফোর্ড হাসপাতালের ডাঃবসন্ত কুমার বক্সী ও বরিশালের একবর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান মোক্ষদাসুন্দরীর জেষ্ঠ্যসন্তান সত্যরঞ্জনও ভুমিষ্ট হয়েছিলেন সেই ১৮৯৭ সালে-মাস ছয়েকের ব্যবধানে। ১৯১১ সালে তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই মাতুল হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন মুক্তি সঙ্ঘ (পরবর্তীতে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স নামে পরচিত)এর সংস্পর্শে আসেন। শিক্ষারম্ভ যথারীতি গ্রামের স্কুলে হলেও পরে ঢাকায়। ১৯১৯ এ তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম এ পাশ করেন। পরের বছর ১৯২০তে আইনের স্নাতক হন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। ইতিমধ্যে মুক্তি সংঘের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হেমচন্দ্রের অনুগামী হিসেবে তিনি বিপ্লবী কাজকর্মও সংগঠিত করে যাচ্ছিলেন। বিভি'র সদর দপ্তর কোলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই কোলকাতায় চলে আসেন ১৯২১এ। মাতুল হেমচন্দ্রের মাধ্যমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে আসার এক দূর্লভ সুযোগ আসে ১৯২৩এ এবং সেই সম্পর্কের শুরুতেই গয়া কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতবিরোধে সভাপতিপদ-ত্যাগী ও ইতিমধ্যে গঠিত স্বরাজ্য দলের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবনা ও পরিকল্পনা বিধৃত সত্যরঞ্জনের সুলিখিত 'এশিয়াটিক ফেডারেশন' শীর্ষক ইংরাজীতে লেখা একটি প্রবন্ধ দেশবন্ধুকে অতীব মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। দেশবন্ধুর সাগ্রহে প্রবন্ধটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি পত্রিকা 'ফরোয়ার্ড'এ প্রকাশিতও হয় সে বছরের নভেম্বরে। সে সময় রাজনৈতিক পরিসরে গুরুত্ববহনকারী প্রবন্ধটি শিক্ষিত মহলেও খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ফলতঃ দেশবন্ধুর আগ্রহেই অনতিবিলম্বে 'ফরোয়ার্ড'এ সহ-সম্পাদকের পদে যোগ দিলে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ সাংবাদিক হিসেবে। ক্রমে তাঁর স্নেহ ও আস্থাভাজনও হয়ে ওঠেন। দেশবন্ধুর কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একদা পরিচিতি ঘটে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্য ও প্রধান সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের সাথে যা ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করেছিল। ঘটনাপ্রবাহে একজন দক্ষ ও দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ সাংবাদিক হিসেবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তাত্ত্বিক প্রচার ও সফল রূপায়নের তিনি হয়ে উঠেছিলেন নির্ভরযোগ্য ও কুশলী এক সেনাপতি এবং সে ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন নিষ্ঠাভরে। ১৯২৫ এ দেশবন্ধু প্রয়াত হলে তাঁকেই ওই পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়-মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের সভাপতি হবার পরও ।কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাবে ফরোয়ার্ড এ প্রথমে 'অ্যানার্কি ইন পাবনা', তারপর 'দি ইউনিফর্মড' ও সবশেষে 'স্টেট টেরর' এবং ১৯২৮এ তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলার কথায় 'যাত্রা কর যাত্রীদল' শীর্ষক একের পর এক চেতনা-উদ্দীপক তাঁর লিখিত প্রবন্ধ ব্রিটিশ সরকারকে রুষ্ট করে তোলে ।অবশেষে ফরোয়ার্ডে প্রকাশিত 'স্টেট টেরর' এ রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেবার 'অপরাধে' তিন বছরের জেল ও দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা হয়। বিপুল অঙ্কের জরিমানা দিতে অসমর্থ হওয়ায় ফরোয়ার্ড পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ১৯৩০এ মুক্তি পেয়ে প্রকাশ করলেন লিবার্টি পত্রিকা। কিন্তু লিবার্টিতেও ডিসেম্বর মাসে 'ফেয়ারওয়েল এ্যাণ্ড বিওয়ার' 'বেঙ্গলিজ ডিউটি' ও 'বেঙ্গল ডিউটি' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধে হিজলি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের ঘটনার সমর্থনে প্রতিস্পর্ধী লেখার জন্য ১৯৩১ এ আবার প্রায় দেড় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় আপোষহীন ও অনমনীয় সত্যরঞ্জনকে; ছ'মাসের কারাদণ্ড হয় প্রকাশক পুলিনবিহারী ধরের। লিবার্টি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি যোগ দেন অ্যাডভান্স পত্রিকায়। ১৯৩৯ এ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে মত ও পথের প্রশ্নে উত্তাল ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সদ্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সহযোগী বন্ধু সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা ও কর্মপরিকল্পনা নিজের সুলেখনীতে নিয়মিত বিশ্লেষন করেছেন সত্যরঞ্জন অ্যাডভান্স পত্রিকায়। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এর বিপ্লবীত্রয় বিনয় বাদল দীনেশকে স্মরণ করে একদা তিনি লিখেছিলেন-আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। এই ডাক শুনেছি জীবনের প্রথম ঊষায়, জগতের প্রাণ সঞ্চারে ।জননী জাগুক নয়ন খুলে করুক নূতন জীবন লাভ। মনেপ্রাণে, শারীরিক উৎকর্ষে,অন্তরের সাধনায়, মন্দিরের দ্বারে এই প্রত্যাশা আজ উজ্জ্বল হউক-এই প্রত্যাশায় এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি'। সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর — প্রকাশ্যে নাহলেও, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা করে গেছেন সুকৌশলে। চটগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মেদিনীপুরে বারজ, পেডি ডগলাস ঢাকায় লোম্যান, হাডসন, কুমিল্লায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর শান্তিসুনীতির গুলি বিপ্লবী বিনয়, বাদল ও দীনেশের রাইটারস বিল্ডিং অভিযান, অ্যাণ্ডারসনের উপর বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্যের আক্রমন এমনকী এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ১৯৪১ এর জানুয়ারিতে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সব কিছুতেই তাঁর কোন না কোনভাবে ভূমিকা ছিল সমস্ত ঘটনার পরিকল্পনায় তাঁর মস্তিষ্ক এর অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৩২-৩৮ তিনি বিনা বিচারে রাজবন্দী হিসাবে আটক ছিলেন বক্সা ও দেউলি বন্দীনিবাসে। ১৯৩৯ এ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সেক্রেটারি হলেন সত্যরঞ্জন। কিন্তু ১৯৪০ এর প্রথমভাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় বাংলার পুলিশ মহলও সচকিত হয়ে উঠল, এক গভীর রাতে বাংলার প্রায় সব জেলা থেকে যে পঁচিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত এবং ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় প্রমুখ বিভির নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলে, যেখানে ছিলেন সুভাষচন্দ্রও। সেই সুযোগে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার সুযোগ ঘটে যায় এবং কিছু একটা পরিকল্পনাও হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনাবিচারে আটক সুভাষচন্দ্র মুক্তির দাবিতে অনশন শুরু করলে, ব্রিটিশ সরকার চাপে পড়ে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেয় ৫ই ডিসেম্বর। প্রায় একই সময় অতিরিক্ত অসুস্থতার কারণে সত্যরঞ্জনকেও পুলিস কিছুদিন ছেড়ে দেয়। ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী নিঃশব্দে চলতে পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তুতি বিভির নায়ক সত্যবাবুর সক্রিয় নেতৃত্বে-লালবাজারের গোয়েন্দা পরেশ রায়ের সাহায্যে লালবাজারের সমস্ত কার্যকলাপ ও পরিকল্পনা অগ্রিম জেনে ও পর্যবেক্ষন করে।

প্রসঙ্গত সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সত্যরঞ্জন বক্সী গভীরভাবে জড়িত ছিলেন সুভাষ-অন্তর্ধানের পরিকল্পনা ও তা রূপায়নের সাথেও; তিনি ও মেজর সত্য গুপ্ত নিরলসভাবে ও অতি গোপনে সেই মহানিষ্ক্রমনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এর রূপায়নপর্বের অনেক কিছুই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়েছিল। আফগানিস্তানের পথে সুভাষের সাথে যোগাযোগ রাখতেন বিভির সদস্যরা সুভাষের অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্যরঞ্জন বক্সীর মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র বিদেশ থেকে গোপনে সর্বপ্রথম প্রচারপত্র পাঠিয়েছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সীদের কাছে, বিভির কর্মীরা সেগুলো গোপনে ছাপিয়ে দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করলে ভারতের কম্যুনিস্টরা ব্রিটিশের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দেওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগী দল পঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টি পক্ষ থেকে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্তর্ধান সংক্রান্ত তথ্য যা তাদের জানা ছিল সব পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হল। কম্যুনিস্ট 'বন্ধু'দের সৌজন্যে পুলিশের আইবি বিভাগ অন্তর্ধানের সাথে জড়িত বিভির সদস্যদের নাম জানতে পারল। পুলিশ অনতিবিলম্বে সত্যরঞ্জন বক্সী ও যতীশ গুহকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি ফোর্টে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। কিছুদিন গ্রেপ্তার হলেন বিভির আরেক সদস্য শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকী নেতাজির বর্মা ফ্রন্টে উপস্থিতির কথা জানতে পেরে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সত্যরঞ্জনের ছোট ভাই সুধীর বক্সী, ধীরেন সাহারায় ও সত্যব্রত মজুমদারকে লাহোর কোর্টে; পরে তাঁদেরকেও সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৯৪২এর মে মাস হেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হয় সত্যরঞ্জনকে এবং অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয় — প্রথমে লালকেল্লার ভূগর্ভস্থ সেল-এ, পরে নৈনী জেল ও শেষে প্রেসিডেন্সী জেলে। বন্দীদশায় ব্রিটিশের নির্মম অত্যাচারে যতীশ গুহ মারাই যান, সত্যবাবুর শরীরও ভেঙ্গে পড়ে — অনাহারে অর্ধাহারে থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দিন কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি মেলে ১৯৪৬-এ।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বের মত স্বাধীনোত্তর দেশেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৮ এ ইউনাইটেড সোসালিস্ট অর্গানাইজেশনের সম্পাদক এবং একই সঙ্গে শরৎ চন্দ্র বসুর দ্য নেশন পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেবছরই 'এ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন লাইফ' প্রবন্ধে বন্ধু সহযোদ্ধা সুভাষ সম্পর্কে চরম দার্ঢ্যে এ অমোঘ উচ্চারন উৎসারিত হয়েছিল তাঁর লেখনীতে — Subhas Chandra Bose has created his own myth.He has become a legend –a legend and an allegory–a poem of thought –feeling and action –an interpretation of life '..The splendour that is Subhas Chandra Bose –the glory that is Netaji –the spell– the hypnotism that is the I.N.A.éôéare all blending ১৯৪৯ এ ঐ দ্য নেশন পত্রিকায়ই সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী সত্যরঞ্জন সুভাষ-ইজম শিরোনামে বিবিধ প্রবন্ধে বারংবার সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তার প্রয়োগের বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী তিনি ছিলেন সত্যের পুজারী; দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে তাঁর নির্ভীক সাংবাদিকতা শুধু সেকালেইনয়, সর্বযুগে সর্বকালের জন্য দৃষ্টান্তসরূপ হওয়ার দাবি রাখে। স্বাধীনোত্তর ভারতে পণ্ডিত নেহরু তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি পদে যোগদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৫২-য় প্রথম সাধারন নির্বাচনে তিনি দক্ষিন পূর্ব কোলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যদিও জয়লাভ করতে পারেননি। কিন্তু এর পরও তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে রাখলেন। নেতাজী সম্পর্কে তাঁর এক অসামান্য রচনা, অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন লাইফ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কথিত বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, তিনি বেঁচে আছেন এবং একদিন আবির্ভুত হবেন। সুহৃদ সহযোদ্ধা সুভাষ সন্ন্যাসী দেশনায়ক রূপে একদিন না একদিন প্রত্যাবর্তন করবেন এই আশায় কোলকাতার ভবানীপুরের বাসস্থান ত্যাগ না করে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মৃত্যুশোক সয়েও সত্যরঞ্জন একান্তে অপেক্ষা করে গেছেন আমৃত্যু — ১৯৮৩ র ৮ই জানুয়ারীতে চিরঘুমে যাওয়া পর্যন্ত। আর প্রায় প্রতি ২৩শে জানুয়ারি ও ২১শে অক্টোবর কৃশ শীর্ণ রুগ্ন দেহ নিয়েও উপস্থিত হতেন সেই ইতিহাসপুরুষের স্মৃতি তর্পণে — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতেও ভাষন দিয়েছেন। এই নিবন্ধকারেরও সেই সুযোগে এই বিপ্লবী তাপসকে একাধিকবার দর্শন করার ও ঈষৎ খর্বকায় মানুষটির বলিষ্ঠ কণ্ঠে আবেগমথিত দার্ঢ্য ভাষনে ঋদ্ধ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সংকল্পে দৃঢ় এবং বিশ্বাসে অটল এই মহাপ্রাণ ত্যাগী বিপ্লবী মানুষটি সারাটা জীবন বিপ্লবের সাধনায় স্বেচ্ছায় কৃচ্ছতাকে বরণ করেছিলেন সানন্দে-শত অসুবিধা ও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। শুভ্র আত্মসম্মানের অধিকারী এই মানুষটি চিরকাল ছিলেন অনুগ্রহ গ্রহণে পরাঙ্মুখ। রাষ্ট্রীয় সহায়তার প্রস্তাবেও সেকারণে অন্তরের সাড়া মেলেনি। 'ওয়ান ইনডিভিজুয়াল মে ডাই ফর এ্যান আইডিয়া বাট দ্যাট আইডিয়া উইল আফটার হিজ ডেথ ইনকারনেট ইটসেলফ ইন থাউজেণ্ড লিভস', সুহৃদ ও সহযোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের এ কথায় গভীরভাবে প্রভাবিত সত্যরঞ্জনেরও প্রতীতি ছিল The Idea remains dearthless –undyin-and the shinning Idea। আবার সুভাষচন্দ্র যেমন বলেছিলেন 'ইণ্ডিয়া ফ্রিড মিনস হিউম্যানিটি সেভড' তেমনই তাঁর ভাবাদর্শে দীক্ষিত এই অন্তরঙ্গ সুহৃদ এই সর্বত্যাগী বিপ্লবী সাধকেরও বিপ্লব সাধনা ছিল সমগ্র মানব জাতির মুক্তিসাধনার জন্য যা সর্বকালেই চিরন্তন। পরিশেষে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদেরও এক বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই দেশের ক্ষমতাসীন দলের এবং সরকারি প্রচারেও প্রাধান্য পেত অহিংস আন্দোলন ও একটি বিশেষ দল ও পরিবারের ভূমিকার; চলেছে বিপ্লবী আন্দোলন-সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে লঘু করে সে ইতিহাস বিস্মরণ ঘটানোর (অপ)কৌশল। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সেই অগণিত বিপ্লবীদের অতুলনীয় শৌর্য বীর্য আর অসাধারন আত্মত্যাগ আত্মোৎসর্গে সে ইতিহাস আজ আর তেমন চর্চিত হয় না-বিশেষ উপলক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ গণ্ডী অতিক্রম করে। এই প্রেক্ষাপটে আজ এই পুণ্যদিবসে সেই মহাপ্রাণের চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদনের লগ্নে আর একবার স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস ও অগ্নিযুগের কাহিনী স্মরণ ও চর্চায় উদ্যোগী হওয়ার প্রণোদনা উপস্থিত বর্তমান সময়ের কাছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কড়া নিরাপত্তায় মাওনেতা অর্ণবকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিংয়ের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাওবাদী অর্ণব দাম হুগলি সংশোধনাগারে বন্দি কিন্তু শিক্ষা জগতে তিনি ২৫০ জনের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তি নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। অবশেষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, শিক্ষা, শিক্ষার জায়গায়। তার অপরাধ অপরাধের জায়গায়। তাই তারা তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে চিঠি করেন এবং জানিয়েছেন যাতে তাকে সুযোগ দেওয়া হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার।

সোমবার পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় মাওবাদী অর্ণব দামকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিংয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এদিন কড়া নিরাপত্তার সঙ্গে প্রশাসন তাকে কাউন্সিলিংয়ের জায়গায় নিয়ে এসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষা করেছে বলে জানান উপাচার্য গৌতম চন্দ্র। তিনি জানান সে মাওবাদী হলেও, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পিএইচডি করতে চায়। তাই তারা তাকে সহযোগিতা করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে এখনও অর্ণব দামের ভর্তি নিয়ে সংশোধনাগার থেকে কোনও চিঠি আসেনি, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসে সোমবার থেকে শুরু ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো হয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার তার কাউন্সিলিং হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই মর্মে ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় শনিবার। প্রত্যেক হেড লিস্টেড ক্যান্ডিডেটকে ইন্ডিভিজুয়্যাল মেল করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম চন্দ্র জানান, এখনও পর্যন্ত মাও নেতা অর্ণব দামের বিষয়ে কোনও মেল বা চিঠি তাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। মৌখিক আশ্বাসে পিএইচডি বিষয়ে তার কোনও সমস্যা হবে না কারা কর্তৃপক্ষ সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে এমনকি তার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে। এমনই তাদের কাছে ফোন আসে। তাই ভর্তি প্রক্রিয়া থামিয়ে না রেখে চালু করা হয়েছে।

উপাচার্য জানিয়েছেন, সাংসদ পরিচয় দিয়ে কুণাল ঘোষ তাঁকে ফোন করেন এবং তিনি জানান তিনি কারা দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং খুব শীঘ্রই আজকালের মধ্যে ওই চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পৌঁছে যাবে তাই মৌখিক আশ্বাসে অর্ণব দামের ভর্তি জট কাটল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কারা মন্ত্রী বলেছেন যে, চিঠিপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। অবশেষে ইতিহাস বিভাগের প্রধান তানভির নাসরিন জানান, সমস্ত জটিলতা কেটে অবশেষে কাউন্সিলিং সফল হয়েছে।

নদী সংস্কারে আর্থিক তছরূপের দাবি, অস্বীকার পুরবোর্ডের, ধরনায় জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গাড়ুই নদী সংস্কার নিয়ে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন মেয়র বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। কাগজে কলমে নয়, গাড়ুই নদীকে বাস্তবে সংস্কার করার দাবি তুলে সোমবার আসানসোলের স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে ধরনা অবস্থানে বসলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র।

গাড়ুই নদীর সংস্কারের দাবিতে আসানসোলের ধাদকার মঙ্গল পাণ্ডে সেতুর ওপর একদিনের ধরনায় বসলেন তিনি। সকাল থেকে এই ধরনা শুরু হয়। জিতেন্দ্রর তেওয়ারির দাবি, পুরবোর্ড গঠনের দু' বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। নির্বাচনের সময় প্রতিটি দল তাদের ইস্তেহারে গাড়ুই নদী সংস্কারের কথা বলেছিল। তারপরেও গাড়ুই সংস্কার নিয়ে উদাসীন বর্তমান পুরবোর্ড। এই নদী সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হলেও, বাস্তবে সেই টাকার কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই গত দু' বছরে বর্ষার সময় গাড়ুই নদীর বন্যার কারণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এবছর যদি একজনের প্রাণও যায় তা হলে তার দায়িত্ব পুরসভা ও জেলা প্রশাসনকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন জিতেন্দ্র।

অন্য দিকে আসানসোল পুরসভার বরো চেয়ারম্যান উৎপল সিনহা দাবি করেন, 'জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানেন না গাড়ুই নদী সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। জনসংযোগ থাকলে তিনি একথা বলতেন না। আর্থিক তছরূপের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উৎপল সিনহার কটাক্ষ, উনি তো মেয়র ছিলেন। ওঁর হয়তো এই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলেই একথা বলেছেন। আমাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা নেই। গাড়ুই নদী সাফাই বা পরিষ্কার করার কাজ আমরা পুরোদমে শুরু করেছি।'

উল্লেখ্য, প্রতিবছর রেলপার এলাকায় বৃষ্টিতে গাড়ুই নদীর জল স্তর বেড়ে যায়। সেই জলে বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল ঢুকে যায়। যার মধ্যে রামকৃষ্ণডাঙা ডাঙাল, পাঞ্জাবি মহল্লা, তোরি মহল্লা, হাজিনগর, জাহাঙ্গির মহল্লা, বাবুয়াতলা, মুতশুদ্ধি মহলা, নয়া মহল্লা, কসাই মহল্লা। এইসব এলাকার কোনও কোনও বাড়ির একতলা পর্যন্ত জলে ডুবে যায়।

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিলে হাজার হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: সোমবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বিশাল মিছিল। এই মিছিলে পা মেলাল প্রায় হাজারখানেক তৃণমূল কর্মী সমর্থক। মিছিলের শুরুতেই অভ্যর্থনা জানানো হল অসীমা চক্রবর্তী, মহিলা তৃণমূল এর জেলা সভানেত্রী, ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক ও ও ব্লক স্তরের অন্যান্য নেতৃত্বকে।

এই দিনের এই মিছিল প্রসঙ্গে গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, আগামী একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহিদদের সম্মান জ্ঞাপন ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে যে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে তার সমর্থনেই এই মিছিল। তাদের অভিভাবক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্প্রতি দক্ষিণ থেকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরেছেন, তাঁর সুস্থতা কামনা করে শুরু হল এদিনের এই মিছিল।

এই মিছিলটি শুরু হয় গোগলা এলাকার পানসিউলি বিধায়ক কার্যালয় থেকে শেষ হয় প্রায় দেড় কিলোমিটার নতুনডাঙা বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে গিয়ে। গৌতমবাবু জানান, আগামী একুশে জুলাই ধর্মতলায় তাঁর এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশে জুলাই সমর্থনে।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭

ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	রমনদীপ সিং আহলুওয়ালিয়া	০০২৩২৭৩	৪৩৫৪	৭৯৮৬৮৯১-৭৯৮৮৬৪০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৫ জুলাই, ২০২৪

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেড

CIN : U65999WB1993PLC058492

রেজি. অফিস - ১০, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি (ক্লাইভ রো), ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

কর্পো অফিস - ২৪/১/১, আলিপুর রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন - ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ইমেল - megaresourceslimited@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেডিয়েশন কোর্ট, কলকাতা হাই কোর্ট কর্তৃক পিএলএম/এ/৩০/২০২৩ সংক্রান্ত প্রদত্ত/ নির্দেশ মোতাবেক ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের নোটিশ সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করা হল মেডিয়েশন কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক পিএলএম/এ/৩০/২০২৩ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত/নির্দেশ তারিখ ১৮.১২.২০২৩ মোতাবেক ফর্ম৪ (রুল ৭(১)(৭) অধীনে এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন(অ্যাক্ট) এর ধারা ৫৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান ,যদি কিছু থাকে, (কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎযোগ্য সহ) এবং ভৌত আকারে ধারণ করা শেয়ার স্থানান্তর কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধীনে। কোম্পানি মূল শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ প্রাথমিক মূল্য প্রতিটি ১০ টাকার গ্রহণ করেছে স্থানান্তর অনুরোধ, হলফনামা, নির্দেশ/আদেশ, ইনডেমন্টি ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট ভৌত আকারে থাকা শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের জন্য, বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে ।

ক্রম নং	স্থানান্তরকারীর ফোলিও নং	স্থানান্তরকারীর নাম এবং ঠিকানা	সার্টিফিকেট নং	ডিস্টিংটিভ নং (গুলি)	শেয়ার সংখ্যা	গ্রহণকারীর নাম এবং ঠিকানা(গুলি)
1.	100	পলিটেক্স ইন্ডিয়া লি	[illegible]	[illegible]	6000	কৃষ্ণম পরাশরমকা, ২৬ বেলভেদর রোড, কলকাতা -৭০০০২৭
2.	37	হরিভক্তি ফিনান্সিয়ালস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	12000	-Do-
3.	34	হুগলি হোল্ডিংস লি	[illegible]	[illegible]	3500	-Do-
4.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	6400	-Do-
5.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	10000	-Do-
6.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	2000	-Do-
7.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	100	-Do-
8.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	5400	-Do-
9.	34	ঐ	[illegible]	[illegible]	4000	-Do-
10.	99	ইনোভেটিভ ব্যাপার প্রা লি	[illegible]	[illegible]	40000	-Do-
11.	43	পেকন প্রপার্টিজ অ্যান্ড এনক্লেভস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	40000	-Do-
12.	27	অবধ মার্চেন্টস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	40000	-Do-
13.	34	রিদ্ধি সাপ্লায়ার অ্যান্ড এজেন্সিজ প্রা লি	[illegible]	[illegible]	30000	-Do-

শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫০ দিনের মধ্যে আমাদের কর্পোরেট অফিসে : ২৪/১/১ আলিপুর রোড, ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০২৭ ঠিকানায় কোনও আপত্তি গৃহীত না হলে গ্রহণকারীর অনুকূলে উল্লিখিত শেয়ারসমূহ স্থানান্তর করা হবে।

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
মনোজিৎ পাত্র (ডিন : ০৯৩৪৫৭৭৭)
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৭.২০২৪

Bata

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L19201WB1931PLC007261

রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ

টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮

ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ সম্পর্কিত তথ্যের

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের (''দি কোম্পানি'') সদস্যদের **৯১ তম (একানব্বই) বার্ষিক সাধারণ সভা** (''দি এজিএম'' বা ''সভা'') **বুধবার, ৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সভা আহ্বায়ক নোটিশ (দি নোটিশ) উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (দি এমসিএ) তার সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ২/২০২২, নং ১০/২০২২ এবং নং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, নং সেবি/ এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, নং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ এবং নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি- পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭, তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (পরবর্তীতে, সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সংস্থাগুলিকে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এবং সম্পর্কিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান (সংশোধিত) ('দি অ্যাক্ট') এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস (সংশোধিত) (লিস্টিং রেগুলেশনস) বিধিমালা অনুসারে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) যেমন, মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গুলির) এবং **১২ জুলাই, ২০২৪** পর্যন্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bata.in এ পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাঠানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এ প্রচার করতে সক্ষম। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থার ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') যেমন, www.evoting.nsdl.com সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সভা সম্পর্কিত আরও বিশদ বিবরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে জারি করা এবং ৪ জুলাই ২০২৪-এ 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' (ইংরেজি) এবং 'একদিন' (বাংলা)-এ প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। উক্ত বিজ্ঞাপনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাঠানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এ প্রচার করতে সক্ষম করে।

সদস্যদের আরও অবহিত করা হয় যেঃ

১. সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১০৮-এ প্রদত্ত সংস্থান এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতে)-এর রুলস ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের ৪৪ রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানি উক্ত এজিএম-এ সম্পাদনযোগ্য ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পর্কে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে সদস্যদের রিমোর্ট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। সভা চলাকালীন রিমোর্ট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী নোটিশের সাথে প্রদান করা হয়েছে।

২. নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। সদস্যরা, যাদের নাম **বুধবার, ৩১ জুলাই, ২০২৪** অনুযায়ী সদস্যদের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে, কাট-অফ তারিখ হওয়ায়, ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। একবার কোনও সদস্য প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে, তা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ৪ আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ৯টায় আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ৬ আগস্ট, ২০২৪ (বিকেল ৫টায় আইএসটি) এ শেষ হবে। এরপরে, রিমোট ই-ভোটদানের মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা ৬ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে। **একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ৩১ জুলাই, ২০২৪ হিসাবে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করা উচিত।**

৩. এজিএম-এ অংশ নেওয়া সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা www.evoting.nsdl.com-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাঁদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাঁরাও ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন, তবে এজিএম-এর সময় তাঁরা আর ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪. যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ প্রেরণের পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ, ৩১ জুলাই,২০২৪ হিসাবে শেয়ার ধারণ করেন তিনি, এনএসডিএলকে evoting@nsdl.co.in এ বা সংস্থাকে share.dept@bata.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটদানের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটদানের জন্য এনএসডিএল-এ নিবন্ধিত হয়েছেন, তাঁরা ই-ভোটদানের জন্য তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

৫. বিজ্ঞপ্তি ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণীতে উল্লিখিত সকল নথি এজিএমের তারিখ পর্যন্ত এবং তা সহ, ফি ব্যতীত কোম্পানীর সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে। একই পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাদের নাম এবং ফোলিও নম্বর/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা থেকে share.dept@bata.com এ তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

৬. ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও অভিযোগ/অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এর ''ডাউনলোড'' সেকশনে প্রাপ্তব্য 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস অন ইভোটিং (ফর শেয়ারহোল্ডার).পিডিএফ'' এবং ''ই-ভোটিং ম্যানুয়াল-শেয়ারহোল্ডার.পিডিএফ'' দেখতে পারেন, অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার বা ই-মেল আইডি evoting@nsdl.co.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন। সিডিএসএল-এর সঙ্গে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩-এ ফোন করতে পারেন অথবা ইমেল আইডি helpdesk.evoting@ cdslindia.com যোগাযোগ করুন। আরও যেকোনও সহায়তার জন্য সদস্যরা শ্রী নীতিন বাগারিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি, বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে টেলিফোন নং (০১২৪) ৩৯৯০১০০ বা ইমেল আইডি share.dept@bata.com -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি আরও দেওয়া হয়েছে যে, আইনের ধারা ৯১, উক্ত বিধির বিধি ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার **বৃহস্পতিবার, ১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে বুধবার, ৭ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন সহ)** এজিএম এবং লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ১৫ জুলাই, ২০২৪

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

সংশোধনী

এতদ্বারা সারফেসি আইনের অধীনে ১২.০৭.২০২৪ তারিখে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন পত্রিকার সংস্করণে প্রকাশিত সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম স্থানান্তরিত হয়েছে আইবিএপিআই এমএসটিসি ই-বিকারি পোর্টাল (ibapi.in) থেকে পিএসবি অ্যালিয়েন্স প্রা লি (https://ebkray.in)। নিলাম প্রক্রিয়ায় ডাকদাতা এবং অংশগ্রহণের জন্য সম্পত্তির বিস্তারিত, রেজিস্ট্রেশন এবং লগ ইন দেখতে উক্ত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত নিলাম নোটিশ /গুলি উল্লিখিত মতে সংশ্লিষ্ট কারণে বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে দেখুন। বিক্রয়ের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: দুর্গাপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [(রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (প.ব.), পিন - ৭১৩ ৩০১
ইমেল - A659@indianbank.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৮.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী জগজিত সিং (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) আসানসোল শাখা,** নোটশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,১৬,৩৪১.০০ টাকা** (এক লাখ ষোলো হাজার তিনশ একচল্লিশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ জুলাই ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, নিকট বকেয়া **১,৩২,৫৯১.০০ টাকা** (এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশ একানব্বইট টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
**''

পরকীয়ার অভিযোগে ফের সালিশি সভায় তালিবানি চিত্র

গৃহবধূ ও যুবকের মুখে চুনকালি মাখিয়ে গ্রাম ঘোরানোর অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগে গ্রামের এক গৃহবধূ এবং এক যুবককে মারধরের পাশাপাশি মুখে চুনকালি মাখিয়ে ও গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গ্রাম ঘোরানোর অভিযোগ উঠল এলাকারই একাংশ মোড়ল-মাতব্বরদের বিরুদ্ধে। এমনকী, ওই মহিলা ও যুবককে গ্রাম ঘোরানোর সময় রীতিমতো কিছু মাতব্বরেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে আতশ বাজিয়ে ফাটায় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার জড়িত থাকার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম দলের এক সদস্য সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবারের এই ঘটনা সোমবার জানাজানি হতেই কালিয়াচক থানার বামনগ্রাম-মোসিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আক্রান্ত গৃহবধূ বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদার একটি নার্সিংহোমে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আক্রান্ত যুবক কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি এলাকার কিছু স্বজন ব্যক্তি রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বামনগ্রাম-মোসিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগে এক গৃহবধূ সঙ্গে এক যুবককে ধরে ফেলেন কিছু গ্রামবাসী। এরপরই দুইজনকে ওই এলাকার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য সেতাবুর রহমানের মদতে সালিশি সভাও বসে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ওই দু'জনকে মুখে চুনকালি মাখিয়ে ও গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গ্রাম ঘোরানোর। রীতিমতো একাংশ মোড়ল-মাতব্বরদের নেতৃত্বে চলে ওই দু'জনকে গ্রাম ঘোরানোর পালা। কয়েক ঘণ্টা ধরে দু'জনের উপর অত্যাচার চলায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি চোখের সামনে দেখেও অনেকেই প্রতিবাদ করেননি বলে অভিযোগ। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রামেরই কিছু মানুষ মোবাইলে ছবি তুলে ভাইরাল করে দেয়। সেই ছবি পৌঁছে যায় লালবাজারেও। নড়েচড়ে বসে রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা। তড়িঘড়ি কালিয়াচক থানার পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই পুলিশ গ্রামে অভিযুক্তদের ধরতেই অভিযান চালায়। পাশাপাশি ভাইরাল হওয়া ছবি ঘিরে যাতে কোনও রকমের বিশৃঙ্খলা না ঘটে তারজন্য সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ থেকে সেটি উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

যদিও এই ঘটনার ব্যাপারে সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েতের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলেও সে বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি দলের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের কালিয়াচক ১ ব্লক সভাপতি সারিউল শেখ জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। সিপিএমের এক পঞ্চায়েত সদস্যের মদতেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছি। পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক এবং মহিলাকে অত্যাচারের ঘটনার অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও আক্রান্ত যুবক পুলিশকে জানিয়েছে, যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওই মহিলা তার সম্পর্কে কাকিমা হয়। কাকু ভিন্ন রাজ্যে দিনমজুরের কাজ করেন। তাই কাকিমার বাড়ির মাঝেমধ্যেই নানান কাজকর্ম সে করে দিত। অন্যায় ভাবে এদিন তাদেরকে বদনাম দিয়ে এই অত্যাচার চালানো হয়েছে।

লাইন হোটেল গুলিকাণ্ড : সুপারি কিলার ভাড়া করে হামলা চালানো হয়েছে!

মৃত নেতার দেহে রয়েছে ৮-৯ টি গুলির চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি লাইন হোটেলে দুষ্কৃতীদের গুলিকাণ্ডে পুলিশ কার্যত এখনও অন্ধকারে। এই হামলা ও গুলি চালানোর মোটিভ এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত - তা নিয়ে পুলিশ কোনো কিছু বিবৃতি দেয়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায় 'সুপারি কিলার' ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনার পরই পুলিশ এসে গোটা এলাকা তদন্তের স্বার্থে ঘিরে রেখেছে। বসেছে পুলিশ পাহারা। শনিবার গভীর রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ষড়যন্ত্র করে খুন করার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকেও এই ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৩ জুলাই দুষ্কৃতীদের এলোপাথাড়ি ছোড়া গুলিতে বাপি রায় নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়। মহম্মদ সাজ্জাদ নামে আরেক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, রীতিমতো ছক কষেই এই হামলা চালানো হয়েছে। আততায়ীরা আগে থেকেই বৈঠকের স্পট জানত। পুলিশ হোটেলের সিসিটিভি'র ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর নিশ্চিত, এই হামলায় বাইক ও গাড়ি দুই ব্যবহার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের স্ন্যাপশট থেকে দেখা গিয়েছে শেষ ৩ জন হামলাকারী হোটেলের সামনেই রাখা একটি বাইকে চেপে পালায়।

নিহত বাপি রায়ের দেহে ৮/৯ টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, লোকাল ক্রিমিনাল এই ধরনের কেসে গুলি চালিয়েই পালায়। কিন্তু সুপারি কিলার গুলি চালিয়ে মৃত্যু কনফার্ম করতে টার্গেটের উপর একাধিক গুলি চালায়। বাপির মৃতদেহতেও বুক থেকে মাথা পর্যন্ত একাধিক গুলি চালানো হয়েছে বলে তার পরিবার জানিয়েছে। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যে থেকে এদের ভাড়া করে আনা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় সেখানে বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্যদের এবং হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের সঙ্গে পুলিশ আলাদা আলাদাভাবে কথা বলছে।

মৃতের স্ত্রী লিপি রায় জানিয়েছেন, পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামপুর পুলিশের বক্তব্য, সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র খানাকুল, মাথা ফাটল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পঞ্চায়েত সমিতির দখলকে ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ধুন্ধুমার খানাকুল ১ পঞ্চায়েত সমিতিতে। পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মারধর কোনো কিছুই বাদ গেল না। এদিন শাসক দলের এই কোন্দলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় যা সামাল দিতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়। আর এই দ্বন্দ্বের জেরে গোটা এলাকায় অলিখিত বন্ধের চেহারা নেয়। নিজেদের মধ্যে মিটিংয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতিই রক্তাক্ত। রক্তাক্ত আরও কয়েকজন মহিলা সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ। গোটা পরিস্থিতিতে এখানকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক ওরফে রাঙা গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্লক সভাপতি দীপেন মাইতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতির দ্বন্দ্বে কার্যত অচল উন্নয়ন। আবার পুরো ঘটনার পিছনে জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়ের ইন্ধন আছে বলেই অভিযোগ করেছেন পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক। গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? জানা গেছে, তৃণমূল খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করার পর থেকেই পঞ্চায়েত

সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক ওরফে রাঙা গোষ্ঠীর সঙ্গে খানাকুল ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপেন মাইতি গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই সময় দীপেন অনুগামী বেশ কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরিস্থিতিকে ঘিরে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি ভেঙে যাওয়ার এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি টিকিয়ে রেখে পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের একাধিপত্য ধরে রাখতে মরিয়া নইমুল হক ওরফে রাঙা। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এদিন খানাকুল ১ পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাঙা গোষ্ঠীর হাতে আক্রান্ত হয়ে মিটিংস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন এক সদস্য তাপস ঘোষ। তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। তিনি বলেন, এই ঘটনার মূল দায়ী নইমুল হক ওরফে রাঙা। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হাজির হন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায়, আরামবাগ এস ডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামানো হয়। আক্রান্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি বলেন, এদিন একটাই মাত্র এজেন্ডা ছিল। যারা স্থায়ী সমিতি থেকে পদত্যাগ করে ছিলেন তাদের শুনানি। আমি মিটিং শুরু করতে যাব তো রাঙা যিনি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, তিনি এসে বললেন যে, আমাকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হোক। আমি বলেছিলাম ঠিক আছে। কিছুক্ষণ আমি মিটিং শুরু করতে চাইলেও আপত্তি জানান। এতে বচসা হয়। উনি আমাকে চেয়ার দিয়ে মারলেন। অন্যদিকে পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ রাঙা বলেন, খানাকুলে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লাগাতে আমাদের জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় উঠে পড়ে লেগেছেন। এদিকে বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, এটাই তৃণমূল। বিধানসভা ভোটে মানুষ ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। লোকসভা ভোটেও দেখুন ওদের বর্জন করেছে। তাহলে বলুন কারা চালাচ্ছে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি।

স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিকাঠামো উন্নয়নে মাঠ দেখতে কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান দুই ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর কাশিয়ারা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মাঠ পরিদর্শনে এলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল, বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ মালিক সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। রায়পুর কাশিয়ারা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রাথমিক পর্বের কাজ সম্পন্ন হলেও পরিকাঠামো উন্নয়নে এতদিন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। গ্রামীণ এলাকার মাঠ সজীব রাখতে এবং খেলোয়াড়দের আরও উৎসাহিত করতে এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি। গ্রামীণ এলাকা থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যাতে রাজ্য এবং জাতীয়স্তর এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য কাজ করবে এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স।

সোমবার ওই মাঠ পরিদর্শন করেন সাংসদ কীর্তি আজাদ সহ ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। তৈরি হবে স্টেডিয়াম, ইন্ডোর স্টেডিয়াম। যেখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করতে পারবেন উৎসাহিত যুবক যুবতীরা। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে কী ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে নিয়ে প্রাথমিক পর্বের আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করলেন সাংসদ সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলে এলাকায় খেলাধুলোর চর্চা বাড়বে এমনটাই মনে করছে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা।

উখড়া বাজারে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে পরিদর্শনে বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই রাজ্যর বিভিন্ন এলাকাতে শুরু হয়েছে সরকারি জায়গা দখল করে থাকা ব্যক্তিদের উচ্ছেদ অভিযান। ঠিক একই ভাবে উখড়া বাজার দখলমুক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে উখড়া পঞ্চায়েত। ফুটপাথ ছেড়ে ব্যবসার পসরা নিয়ে বসার জন্য ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে জায়গা। নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গার ওপর কোনও অবৈধ নির্মাণ থাকলে তাও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের নির্দেশের পর ইতিমধ্যেই সিংহভাগ দোকানদার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে শুরু করেছেন। কিন্তু সরকারি জায়গা চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিরোধ করেন ব্যবসায়ীরা। এর জেরে কয়েকদিন আগে বাজারে তৈরি হয় উত্তেজনা। এই বিরোধের কারণে উখড়া পঞ্চায়েত ও উখড়া চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি নিয়ে বিডিও ও অণ্ডাল থানার ওসির সঙ্গে বৈঠক করেন পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ জন

প্রতিনিধিদের একটি দল। সোমবার উখড়া বাজার পরিদর্শন করলেন অণ্ডাল বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত, ছিলেন অণ্ডাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তন্ময় রায়, পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে ও পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরা। পরিদর্শন শেষে বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত জানান, ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে ফুটপাথ ছেড়ে বসতে শুরু করেছেন। যারা নিয়ম ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি জায়গায় অবৈধ নির্মাণ থাকলে পরবর্তী ধাপে সেগুলিও দখলমুক্ত করা হবে।

পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে জানান, উখড়া বাজারে যে সকল দোকানদার সরকারি জায়গা দখল করে রেখেছেন তাঁদের এদিন মাইকিং করে সতর্ক করা হল। আগামী দিনে সতর্কবার্তা না মানলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন অণ্ডাল বিডিও এবং অণ্ডাল থানার ওসি ও পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে উখড়া বাজার পরিদর্শন করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি জায়গা দখলকারী দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযান চলছে। বাজারের দোকানদারদেরও যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থাও ভাবা আছে। ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসলে তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসানোর ভাবনা চিন্তা রয়েছে।

কঙ্কালসার রাস্তা, শাসক-বিরোধী তরজা, আশ্বাস মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের খোশবাগ থেকে পাত্রসায়ের ব্লকের বালসি পর্যন্ত ৭.৯ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে যার মধ্যে প্রায় অধিকাংশ রাস্তার অবস্থা বিগত দু'বছর ধরে বেহাল। রাস্তার ওপর জায়গায় জায়গায় তৈরি হয়েছে এক হাঁটু গর্ত, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার সাধারণ মানুষ স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী মুমূর্ষু রোগী প্রত্যেককেই।

এলাকার মানুষ জানাচ্ছেন, ইন্দাস ব্লকের মানুষজন এবং পাত্রসায়ের ব্লকের কিছু মানুষেকে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে এবং বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ায় দরকারি কাজে যাওয়ার শর্টকাট এটাই একমাত্র রাস্তা সেটাও বর্তমানে বেহাল। তাঁরা জানাচ্ছেন, এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলে জীবন হাতের মুঠোয় করে নিয়ে যেতে হয়, এমনকি মুমূর্ষু রোগী এই রাস্তা দিয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। বর্ষায় চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতারা বাড়ি বাড়ি এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, ভোট পেরিয়ে গেলেই তাঁরা বেপাত্তা, এমত পরিস্থিতিতে সমস্যায় এলাকার মানুষজন। কবে হবে এলাকার রাস্তা, কবে হবে তাদের সমস্যার সমাধান সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে ইন্দাস পাত্রসায়েরের মানুষজন।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাস্তাটি যে এলাকায় খারাপ সেই এলাকায় রয়েছে বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন, বিজেপি

সাংসদ তাঁরা এলাকায় কী করছেন? শুধুমাত্র ভোটের সময় তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় মানুষের সমস্যার সমাধান করেন না। ওই এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, এমনকি এই রাস্তাটিও ইতিমধ্যেই ইন্দাস ব্লক থেকে প্রোপোজাল পাঠানো হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তা সংস্কার হবে।

তবে শাসকদলের এই বক্তব্যের পালটা বিষ্ণুপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, বিজেপি বিধায়ক সাংসদকে কাজ করতে দেয় না শাসকদল। এলাকায় পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ রয়েছে তারা কী করছে? বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'রাস্তার সমস্যা নিয়ে স্থানীয়দের থেকে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। ইন্দাস ব্লকের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই এই রাস্তাটা পুনর্সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে কয়েক বছর আগে জেলা পরিষদ রাস্তাটি করেছিল। আবারো জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তা পুনর্সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা উপনির্বাচনের ফলাফলের পরে বিজেপি সমর্থক মহিলাদেরকে ধর্ষণের হুমকি, সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের থানায়। এক্স হ্যান্ডেলে টুইট অমিত মালব্যর। ওখানে এরকম ঘটনা ঘটেনি দাবি তৃণমূল। তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ পুলিশ সুপারের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে ১৩ জুলাই শনিবার। বাগদার চোয়াটিয়া পাঁচমাইল এলাকার বিজেপি মহিলা সমর্থকদের অভিযোগ ওই এলাকার বাগদা থানার সিভিক ভলান্টিয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক কৃষ্ণ দাস ও স্থানীয় যুবক গৌতম বিশ্বাস ভোটের ফলাফলের পরে পাড়ার মহিলাদেরকে গালাগালি করতে থাকে এবং মহিলাদেরকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। পরবর্তীতে ২১ জন মহিলা মিলে বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ। উপনির্বাচনের ফলাফলের পরে মহিলাদেরকে ধর্ষণের হুমকি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা রাজ্য বিজেপি দায়িত্বে থাকা নেতা অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করেছেন। যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন ওখানে এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমরা পুলিশকে তদন্ত করতে বলেছিলাম। ওরা সন্দেশখালির ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে। টাকার লোভ দেখিয়ে মহিলাদেরকে হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। চোয়াটিয়াতেও সেটাই করতে চাইছে। বাংলার মা বোনকে নষ্ট করতে চাইছে। এখানে সন্দেশখালি পুনরাবৃত্তি হবে না। বিজেপি গোহারা হেরেছে মাথা ঠিক নেই। মানুষের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে আগামীতেও দেবে। বনগাঁ সংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, এটাই হল তৃণমূলের আসল রূপ। মা-বোনদের বলছি আপনারা তৈরি থাকুন এবং প্রতিবাদের জন্য রাস্তায় নামুন।

সোনামুখীকে যানজটমুক্ত করতে নো পার্কিং জোনের সাইকেল তুলল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী পুরশহরকে যানজটমুক্ত করতে নো পার্কিং জোন থেকে একাধিক সাইকেল তুলে নিল প্রশাসন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। রাজ্যের অন্যান্য পুরসভার পাশাপাশি সোনামুখী পুরশহরকেও যানজট মুক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে প্রশাসন। সোনামুখী পুরসভার নো পার্কিং জোনে রাখা সাইকেলগুলিকে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল প্রশাসন। পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই নো পার্কিং জোন করা হয়েছে। যাঁরা নো পার্কিং জোনে সাইকেল রাখছেন, সেই সমস্ত সাইকেলগুলিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সোনামুখী পুরশহরে যানজট একটি নিত্যদিনের সমস্যা। এই পদক্ষেপের ফলে সোনামুখী পুরশহর যানজটমুক্ত হবে বলেই মনে করছেন সকল সাধারণ মানুষ। সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পাওয়ার পর যেমন প্রতিটি পুরসভাতে হচ্ছে, তেমনই আমাদের পুরসভাতেও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সোনামুখী পুরশহরকে যানজটমুক্ত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন।' আগামী দিনেরও ধারাবাহিক ভাবে এই পদক্ষেপ জারি থাকবে বলেই জানান তিনি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: গত শুক্রবার রাত ১২ টায় ঘাটাল হাসপাতাল থেকে মেদিনীপুর হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার পথে কেশপুর ব্লকের আমড়াকুচির কাছে অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হয় ৬ জনের। ৬ জনের মধ্যে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু হয়। সোমবার বিকেলে নিহতদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানান বিডিও কৌশিক রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, ৪ নম্বর গোলাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মঞ্জু দলবের। ছিলেন এছাড়াও ব্লক প্রশাসন আধিকারিক, ব্লক কৃষি আধিকারিক, পরিবহণ বিভাগ ও পুলিশের কর্তারা। বিডিও জানান, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে অ্যাক্সিডেন্টাল বিমা হিসেবে পরিবারগুলিকে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার।

অগ্নিমূল্য জামুড়িয়ার সবজি বাজারে হানা টাস্ক ফোর্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বেশ কিছু দিন থেকেই খোলা বাজারে সবজির দাম আগুন। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। সবজি কিনতে গেলে পকেট খালি হলেও থলি ভর্তি করতে হিমসিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেরের সবজির দামে লাগাম টানতে গঠন করেন ট্রাক্স ফোর্স। এর পরেই রাজ্যের বিভিন্ন খোলা বাজারে হানা দেয় এই দলটি। বাদ যায়নি পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বাজারও।

সোমবার সকালে জামুড়িয়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক, রাজ্য কৃষি দপ্তর ও জামুড়িয়া থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালায় বাজারে। প্রতিটি সবজির দোকান ও আলু, পিঁয়াজের গুদামে সরেজমিনে খেঁজখবর নেই। প্রতি দোকানদারের নাম ও জিনিসের দাম তালিকাভুক্ত করেন আগত দলের সদস্যরা। এদিনের অভিযানে জামুড়িয়ায় ব্লক সমষ্টি উন্নয়নের জয়েন্ট বিডিও নাজিমুল ইসলাম জানান, বাজারে দর মোটামুটি ঠিক আছে। মাছ,সবজি, আলু, পিঁয়াজের দাম সব ঠিক আছে।

এদিনের অভিযানে জয়েন্ট বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের সৌগত রায় সহ জামুড়িয়া থানার একাধিক পুলিশ কর্মীরা।

রেলগেট পরিদর্শনে বারাসাতের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা কেন্দ্র সরকারের তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই কেন্দ্রীয় সরকার দেশ চালাতে পারছে না, ওদের পদত্যাগ করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতির জন্যই একের পর এক রেল দুর্ঘটনা ঘটছে। সোমবার বারাসাত ১১ নম্বর রেলগেট পরিদর্শনে এসে এমনই মন্তব্য করেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত বারাসাত ১১ নম্বর রেলগেটে সহ ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত হাবড়া অশোকনগর এলাকার একাধিক রেলগেটের মধ্যের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। ছোট বড় গর্তে ভর্তি। ফলে সেগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যেই ছোটবড় দুর্ঘটনাও ঘটিছে। এদিন ১১ নম্বর রেলগেটে পরপর দ

অসমে সিএএ-তে আবেদন করেছেন মাত্র আট জন

অসন্তোষ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই: গত মার্চ মাসে গোটা দেশে চালু হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। তবে এই আইন নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল জাতীয় রাজনীতি। সিএএ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। কোথাও কোথাও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। অসমে এই আন্দোলনের ঝাঁজ তীব্র ছিল। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন চালু করে। কিন্তু চার মাস সিএএ চালু হয়ে গেলেও অসমে নাগরিকত্বের জন্য মাত্র আট জন আবেদন করেছেন। তাঁর মধ্যে মাত্র দু'জন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। এমনই জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিমন্ত বলেন, 'আমি অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করেছি, কথা বলেছি। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত। তবে প্রয়োজনে আদালতে তা প্রমাণ করবেন। এটা অসমের মানুষের কাছে সাধারণ অনুভূতি।'

অসমের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যাঁরা ২০১৫ সালের আগে ভারতে এসেছেন, তাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদনে অগ্রাধিকার পাবেন। তাঁরা যদি আবেদন না করেন, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করব। আর যাঁরা ২০১৫ সালের পরে এসেছেন, তাঁদের আমরা নির্বাসিত করব।' তিনি মনে করেন, '৫০ লক্ষ মানুষ এই আইনের অধীনে নাগরিকত্ব পাবেন।' সেখানে আইন চালুর চার মাস পরে মাত্র আট জনের আবেদন করা খুবই অসন্তোষজনক বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ বিল পাশ করিয়েছিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। এমনকি, সেই বিলে সইও করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএ-তে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সিএএ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরেও মোদি সরকার তা কার্যকর করতে পারেনি। এই আইনের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধীরা। দাবি, সিএএ 'অসাংবিধানিক' এবং 'বৈষম্যমূলক'। তাঁদের কথায়, কেন এই আইনে শুধু মাত্র ছয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হল? কেন মুসলিম সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে এই আইন বানাল কেন্দ্র সরকার? এই আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল অসমে। সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় ২০১৯ সালে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই কথাও সোমবার মনে করিয়ে দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা করায় ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করল সেনা

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই: উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় জঙ্গি জমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার কুপওয়ারার কেরান সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একটি এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় অন্তত তিনজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে চিনার কর্পস। নিহত জঙ্গিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে, তাদের কাছে যুদ্ধ করার মতো রসদ ছিল। শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস মোতায়েন থাকা। তারা এদিন এক্স-এ পোস্ট করেছে, 'কেরান সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযানে ৩ সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করা হয়েছে। অস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধের রসদ উদ্ধার করা হয়েছে।'

এই প্রতিবেদন প্রকাশ করার আগে পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান এখনও চলছে। এদিন সকালেই জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করতে, কেরান সেক্টরে অপারেশন 'ধনুশ-২' শুরু করেছিল সেনা। তার আগে, ২৩ জুন, বারামুলা জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে উরি সেক্টরে, সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযানে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। আসলে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরে যেমন লাগাতার সন্ত্রাসবাদী হামলা চলছে, একই সঙ্গে পাকিস্তানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

৮ জুলাই, জম্মুর কাঠুয়া জেলায় সেনাবাহিনীর গাড়িতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। সেই ঘটনায় পাঁচ সেনা সদস্য শহিদ হয়েছিলেন এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছিলেন। ১২ জুন এবং ১৪ জুন, কাঠুয়ার হীরানগর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। দুই সন্ত্রাসবাদীকেও নির্মূল করেছিল সেনা। তার আগে, ৯ জুন জম্মুর রিয়াসি জেলায় একটি বড় মাপের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চলে।

'শ্যুটিং মেকস মি স্ট্রংগার' লেখা টিশার্ট দেদার বিক্রি আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই: জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় রক্তাক্ত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। দলীয় কর্মীর ছোড়া গুলি কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে কান চেপে বসেন বর্ষীয়ান নেতা। এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছে গোটা বিশ্ব। আর দুঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্পের আক্রান্ত হওয়ার সেই ছবি দিয়ে টি-শার্ট ছাপিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে চিন। অনলাইনে দেদার বিকোচ্ছে সেই টি-শার্ট।

শনিবার পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিলেন রিপাবলিকান নেতা। কয়েক মিলিসেকেন্ডের ব্যবধান না থাকলে হামলাকারী টমাস ম্যাথিউ ক্রুকসের ছোড়া গুলি সরাসরি ফুঁড়ে দিত ট্রাম্পের মাথার খুলি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার দু'ঘণ্টা পর প্রতিক্রিয়া জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, তার আগেই নাকি রক্তাক্ত ট্রাম্পের ছবি দিয়ে হাজার হাজার টি-শার্ট ছাপিয়ে ফেলে চিনের এক টি-শার্ট প্রস্তুতকারী সংস্থা।

ট্রাম্প আক্রান্ত হওয়ার মাত্র দুণ্টার মধ্যেই কী ভাবে এই টি-শার্ট তৈরি করে ফেলে চিন তা নিয়ে চর্চা শুরু হয় আন্তর্জাতিক মহলে। এ নিয়ে ওই চিনা টি-শার্ট প্রস্তুতকারী সংস্থাটির অন্যতম কর্ণধার লি জিনওয়েই জানান, ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলার পরেই এই বিষয়ের উপরে টি-শার্ট চেয়ে আমেরিকা এবং চিনের প্রায় দু' হাজার জন আবেদন করেন। ডিজিটাল প্রিন্টিং টেকনোলজির সাহায্যে দ্রুত টি-শার্টের উপর ছবি ছাপানো সম্ভব হয়েছে। তার পরই অনলাইনে ওই টি-শার্টগুলো বিক্রির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। হু হু করে তা বিক্রিও হতে শুরু করে।

ঘটনার পরে ট্রাম্প সেদিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি লেখেন, 'বুলেট আমার ডান কানের উপরের অংশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বুলেট আমার ত্বক ছুঁয়ে যেতেই বসে পড়ি। খুব রক্ত পড়ছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ০২এইচডব্লুএইচ কন ।। অফ ২০২৪-২৫ [টেন্ডার নং ঃ ০২ এইচডব্লুএইচ কন ।। অফ ২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার ইন টু প্যাকেট সিস্টেম)] ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ১২.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/II/পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা এবং যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় উৎস এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট ই-টেন্ডারিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **কাজের নাম ঃ** '' লিলুয়াতে শেড নির্মাণ - লিলুয়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়েতে সিসি/আরসিসি ফ্লোরিং, ইপক্সি ফ্লোরিং, ক্ষতিগ্রস্ত শিট পরিবর্তন, মিটিং রুম সংস্কার ইত্যাদি ধরনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন সহ জে-শপ (বে-৩)-এ এলএইচবি এসি কোচের ওভিএইচ সুবিধাবলির পরিবর্ধন।'' **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৩,৭৬,২৭,৯৩৪.৭৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৮,৩৮,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৮ (আট) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৮.২০২৪। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথি-র বিশদ এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ যোগ্যতা শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। CON-38/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ত্রিপুরায় প্রসাদে বিষক্রিয়ায় মৃত ১, অসুস্থ ৫১

আগরতলা, ১৫ জুলাই: ত্রিপুরায় এক বাড়ির শিব মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুজোর প্রসাদ খেয়ে মৃত ১, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৫১ জন। খাবারে বিষক্রিয়া থেকেই এ রকম ঘটেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জুলাই উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের অরুণ দেবনাথের বাড়িতে নতুন শিব মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এলাকার বহু মানুষ। শুরুতে সব ভালই চলছিল। কিন্তু প্রসাদ বিতরণের পরেই এক এক করে সকলে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এক জন। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম শৈলেন্দ্র দেবনাথ (৫৯)। এ ছাড়াও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৫১ জন। তাঁদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল, বনরাং হাসপাতাল এবং সাকাইবাড়ি নার্সিং হোমে ভর্তি করানো হয়েছে। অসুস্থদের প্রত্যেকেরই জ্বর, বমি, মাথাব্যথা ও পেটখারাপের মতো উপসর্গ রয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, খাবারে বিষক্রিয়া থেকেই এই বিপত্তি। খবর পেয়েই ত্রিপুরার ফুড সেফটি দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। যাঁরা যাঁরা প্রসাদ খেয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রসাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। কী থেকে এই ঘটনা ঘটল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদের হার বাড়াল এসবিআই

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই: এসবিআই-য়ের গ্রাহকদের মাথার উপর ফের বাড়ল সুদের হার। সোমবার, ১৫ জুলাই থেকে ফের গাড়ি-বাড়ির ঋণে সুদের হার বৃদ্ধি করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। অর্থাৎ কিনা চলতি মাস থেকেই বাড়ছে এসবিআই গ্রাহকদের গাড়ি ও বাড়ি ঋণের ইএমআই। স্বাভাবিকভাবেই আরও চাপে মধ্যবিত্ত।

রবিবার অবধি এসবিআইয়ের মার্জিনাল কস্ট অফ লেন্ডিং রেট বা এমসিএলআর ছিল ৫ বেসিস পয়েন্ট। সোমবার থেকে থেকে তা ১০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক। এই এমসিএলআরের উপরেই নির্ভর করে গাড়ি, বাড়ি-সহ অন্যান্য বেশ কিছু ঋণের সুদের হার। এই কারণেই গ্রাহকদের ইএমআই বাড়তে চলেছে।

প্রসঙ্গত, এদিন এমসিএলআর বৃদ্ধির খবর নিজেদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে এসবিআই কর্তৃপক্ষ। সেখানে বলা হয়েছে, তিন মাস থেকে তিন বছরের মেয়াদি এমসিএলআরে সুদের হার ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবার থেকে। গ্রাহকদের সুদের পরিমাণের উপরে নির্ভর করছে ইএমআইয়ের ঘাড়ে বাড়তি কতখানি বোঝা চাপতে চলেছে।

দিলজিতের কনসার্টে হাজির ট্রুডো, করলেন প্রশংসা, কটাক্ষ বিজেপির

ওটায়া, ১৫ জুলাই: দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে হাজির ছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সাক্ষাৎ নিয়ে পোস্ট করেন তিনি। তার পরেই কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, কথার মারপ্যাঁচে ইচ্ছাকৃতভাবে খলিস্তানিদের ইন্ধন জোগাচ্ছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলি তারকাকে নিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার। সেদিন টরন্টোয় কনসার্ট ছিল দিলজিতের। আচমকাই সেই কনসার্টে হাজির হন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। শো শুরু হওয়ার আগে গায়ক-অভিনেতার সঙ্গে তিনি আলাদা করে দেখা করেন। সেই মুহূর্তের ভিডিও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দিলজিৎ। সেই সঙ্গে বার্তা দেন, বৈচিত্র্যই কানাডার শক্তি। আমরা রজার্স সেন্টারের সমস্ত টিকিট বিক্রি করে ফেলেছি, ইতিহাস গড়েছি। সেটা দেখতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো নিজেই কনসার্টে হাজির হয়েছেন।

দিলজিতের সঙ্গে নিজের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ট্রুডোও। সেখানে লেখেন, রজার্স সেন্টারে শো শুরু হওয়ার আগে দিলজিৎ দোসাঞ্জের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কানাডা আসলে এমনই এক দেশ, যেখানে পঞ্জাবের একটা ছেলে এসে ইতিহাস গড়তে পারে। বৈচিত্র্য কেবল আমাদের শক্তি নয়, আমাদের অন্যতম অস্ত্র।

ট্রুডোর এই বার্তাকে হাতিয়ার করেই তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের জাতীয় সম্পাদক মঞ্জিন্দর সিং সিরসা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো, আপনাকে একটু সংশোধন করে দিতে চাই, একজন ভারতীয় এসে কানাডায় ইতিহাস গড়তে পারেন। দিলজিতের মতো একজন তরুণের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি যেভাবে কথার মারপ্যাঁচ করেছেন, তাতে দিলজিতের প্রশংসা চাপা পড়ে গিয়ে ফুটে উঠছে আপনার কূটনীতি।

স্কুল থেকে রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণে আগ্রহী ছিল ট্রাম্প গুলিকাণ্ডে অভিযুক্ত টমাস

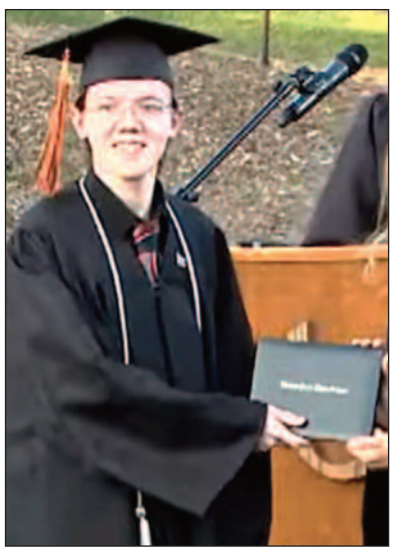

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই: ছোট থেকেই শান্ত স্বভাব। স্কুলেও বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না। সেই মুখচোরা শান্তশিষ্ট টমাস ম্যাথিউ ক্রুকসই খুন করতে গিয়েছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে! ভরা সভায় তার ছোড়া গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ট্রাম্পের। কিন্তু মৃত্যু হয়েছে সভাস্থলে থাকা আরেক ব্যক্তির। ঘটনাস্থলেই সিক্রেট সার্ভিসের গুলিতে নিকেশ হয় টমাস। গোটা ঘটনায় হতভম্ব টমাসের পরিবার। তাঁদের ছেলে কীভাবে এই কাজ করল সেই উত্তরই খুঁজে বেরাচ্ছে তাঁরা।

ট্রাম্পের উপর হামলার ঘটনার পর সংবাদ সংস্থা মুখোমুখি হয়েছিলেন টমাসের বাবা ম্যাথিউ ক্রুকস। প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চান না বলে জানান ম্যাথু। টমাসকে যাঁরা ছোটবেলা থেকে চেনেন, তাঁরা জানিয়েছেন, ছোট থেকেই একা থাকতে ভালোবাসত সে। স্কুলে তার কয়েক জন সহপাঠী জানায়, কারও সঙ্গেই মিশতে চাইত না টমাস। রাজনীতিতেও ওর কোনও উৎসাহ ছিল না। ট্রাম্পের সম্পর্কেও কোনও দিন কিছু বলেনি টমাস। শান্তশিষ্ট স্বভাবের জন্য ক্লাসের অন্য সহপাঠীরা তাকে উত্ত্যক্ত করত।

জানা গিয়েছে, স্কুলে পড়ার সময় থেকে রাইফেল চালানোয় আগ্রহ ছিল ট্রাম্পের হামলাকারী টমাসের। স্কুলের রাইফেল টিমে যোগ দিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ট্রায়াল সেশনে বাদ পড়ে যায় টমাস। কারণ সেই ট্রায়েলে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি সে। আর সেই টমাসই কিনা গত শনিবার একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি চালিয়েছিল। কয়েক মিলিসেকেন্ডের ওই ব্যবধান তৈরি না হলে গুলি সরাসরি ফুঁড়ে দিত ট্রাম্পের মাথার খুলি। সেক্ষেত্রে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বর্ষীয়ান নেতার। প্রকাশ্যে আসা ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে ডানদিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়েছিলেন ট্রাম্প। কান ঘেঁষে চলে যায় গুলি। এই ঘটনার তদন্তে নেমে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই জানায়, প্রাণে মেরে ফেলার জন্যই হামলা চালানো হয়েছিল ট্রাম্পের উপরে। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের উপর হামলার ঘটনায় হিংসার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে আমেরিকা। শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী, সকল নেতারাই এই ধরনের হামলার বিরোধিতা করে নিন্দায় সরব হয়েছেন। নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা, এক্সের কর্ণধার এলন মাস্ক, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, এক্সের কর্ণধার এলন মাস্ক-সহ আরও অনেকে। 'বন্ধু' ট্রাম্পের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE
RADHARGHAT-I GRAM PANCHAYAT
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-01/Radharghat-I GP/2024-25, Dated : 11/07/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto 22/07/2024 Time: 6.00PM
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender Vide Nit No-WBMAD/ CM/ELEC/ NIT-1/24-25,Dt:-15.07.2024 for Supplying & delivery of LED street light. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat,
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal, P.O–Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender (NIeT) No:- 01/BOKHARA-II GP/ 15TH FC/2024-25 Dated:- 10/07/2024. The last date of online submission of tender is 20-07-2024 upto 14 hours.
For details please visit website- http://wbtenders.gov.in
Sd/- Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality Invites Sealed Quotation Vide memo no. 01/Database Preparation-NSAP/ P.Cell/C.M/2024-2025,Dt:-15-07-2024 for NSAP Database preparation works of Chakdaha Municipality. For further information please contact Chakdaha Municipal Office.

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIET No: -03/Rampara-II GP/2024-25. With Vide Memo No. 207/ Ram-II GP/ 2024-25, Dated: 09-07-2024, The Last date for online submission of tender is 19/07/2024 upto 02.00 P.M. For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 01/PGP/15 th FC/Tied/ 2024-25. Date of publishing: 16/07/2024 from 10.00 a.m on htpp://wbtenders.gov.in. Bid downloading starts from: 16/07/2024 from 10.00 a.m. Bid Downloading ends : 02/08/2024 up to 5.00 p.m. Last date of Bid submission: 02/08/2024 upto 5.00 p.m. Technical Bid opening date: 05/08/2024 at 11.00 a.m.
For details logon to htpp://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

OFFICE OF THE PRODHAN
HATINAGAR GRAM PANCHAYAT
Hatinagar *Berhampore* Murshidabad
Notice inviting e-Tender No– eNIT 01/2023-24, eNIT 02/2023-24, dated:- 08/07/202

Sl. No	Particulars	Date & Time
1	Date of NIT Documents publish	13/07/2024 from 05.00 P.M.
2	Documents sell start date	14/07/2024 from 11.00 A.M.
3	Date of start of submission of Technical & Financial Bid.	14/07/2024 from 11.00 A.M
4	Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid	20/07/2024 up to 2.00 P.M.
5	Bid opening date & time for Technical Bid	23/07/2024 from 2.00 P.M.
6	Bid opening date & time for Financial Bid	After finalized Technical Bid

For details logging on to https://wbtenders.gov.in the contractor is to click on the link for e-Tendering site as given on the web portal.
Sd/- Prodhan
Hatinagar GP, Berhampore, Murshidabad

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 08 nos. different development work(s) vide Memo No. :- 86/SBGP/24 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 02/24-25, Date: 15.07.2024. Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): 15.07.2024 at 06:00 PM. Bid Submission End Date (Online): 23.07.2024 up to 11:00 AM. Date of Opening of Technical Bid (Online): 26.07.2024 at 02:00 PM. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/102/24-25 Dated 12.07.2024	Construction of Concrete Road With Covered Drainage System At Ananda Park & Shibtola In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.42,27,233.00
WBMAD/ULB/ RSM/103/24-25 Dated 12.07.2024	Construction of Concrete Road & U.C. Ballah Pilling from Ram Krishna Sangha from H/O Debabrata Sarkar Via H/O Botu Krishna Pahari, In Ward No-33, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.10,02,545.00
WBMAD/ULB/ RSM/105/24-25 Dated 12.07.2024	Construction of Concrete Road and UC. Bullah Pilling work from Paschim Nischintapur Kanthale Para from H/O Sarfuddin Mal to H/O Gafur Dewan, In Ward No-34, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.12,20,704.00

Bid Submission end date: 31.07.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/104/24-25 Dated 12.07.2024	Construction of Concrete Road with Surface Drain at Paschim Nischintapur Kanthale Para from H/O Shakil Mondal to H/O Sajan, In Ward No-34, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.4,85,603.00

Bid Submission end date: 24.07.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide Reference No. 371/M-IIGP/2024, 372/M-IIGP/ 2024, 373/M-IIGP/2024, Date 11.07.2024 for 09 (Nine) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is 23.07.2024 up to 12.00 Noon.

Tender ID List	
2024_ZPHD_712496_1	2024_ZPHD_712349_1
2024_ZPHD_712496_2	2024_ZPHD_712349_1
2024_ZPHD_712496_3	2024_ZPHD_712349_3
2024_ZPHD_712466_1	2024_ZPHD_712349_4
2024_ZPHD_712466_2	

Intending bidders are requested to visit the website :- https://wbtenders.gov.in and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

SI No.	Name of the work	NIT No.
1.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF B.D. BHATTACHARYA BYE LANE NEAR SAJAL BHATTACHARYA'S & NIHAR RANJAN SARKER'S HOUSE IN WARD NO. III WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 13/2023-24 (2nd Call) SL1 to 4
2.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE (BORO MUSALMAN PARA) NEAR MAHIM SAHA & ALI HOSSAIN SAHO'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
3.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE (CHOTO MUSALMAN PARA) NEAR REJAUL, IMAM MOLLA & KALAM MOLLA'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
4.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE NEAR ANIL BISWAS & NAGEN BISWAS'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	

Tender ID: 2024_MAD_714795_1 to 4
Bid submission starting date: 16/07/2024 at 09:00 AM
Bid submission closing date: 23/07/2024 at 05:30 PM
Details may be seen in the website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Jaynagar Majilpur Municipality

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 37, KOLKATA, TUESDAY
16 JULY 2024, PAGE 8

‘ফুটবল জিতে গেল’, কোপা জয়ী ‘গোট’ মেসির পাশে বসে ইউরো জয়ী ইয়ামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঝে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। রবিবার গভীর রাতে স্পেনের হয়ে ইউরো কাপ জিতেছেন লেমিনে ইয়ামাল। সোমবার সকালে আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জিতেছেন লিয়োনেল মেসি। এক জন বার্সেলোনার বর্তমান। অন্য জন প্রাক্তন। মেসির পাশে বসে পড়লেন ইয়ামাল। তাঁর মতে, দুই ফাইনালে ফুটবল জিতে গেল।

নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে দু’টি ছবি দিয়েছেন ইয়ামাল। বাঁ দিকে ইউরো ট্রফি হাতে তিনি। সঙ্গে রয়েছে তাঁর জেতা ইউরোর সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার। ডান দিকে কোপা ট্রফি নিয়ে মেসি। ক্যাপশনে ইয়ামাল লিখেছেন, তফুটবল জিতে গেল।দ সঙ্গে ‘গোট’ (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম বা সর্বকালের সেরা)-এর ইমোজি দিয়েছেন তিনি। ইয়ামাল বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর কাছে সর্বকালের সেরা ফুটবলার মেসি।

কিছুটা হলেও দু’জনের মিল রয়েছে। আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে তরুণ বয়স থেকেই নজর কেড়েছিলেন মেসি। ইয়ামাল কোপার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার। দু’জনেই বাঁ পায়ের ফুটবলার। গোল করার পাশাপাশি গোলের সুযোগ তৈরিও করেন তাঁরা।

মেসিকে তিনি কতটা শ্রদ্ধা করেন, তা আগেও জানিয়েছেন ইয়ামাল। কয়েক দিন আগে মেসির কোলে তাঁর ছোটবেলার ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেই ছবি নিয়ে মুখ খুলেছেন ইয়ামাল। তাঁর জবাব, তযে মুহূর্তে ছবিটা তোলা হয়েছে তখন তো আমার জ্ঞান হওয়ার মতো বয়স হয়নি। তাই বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কী হয়েছে।দ তিনি আরও বলেন, তআমার বাবার ফোনে ছবিটা রাখা ছিল। কখনও প্রকাশ্যে আসেনি। কারণ মেসির সঙ্গে আমার তুলনা করতে কেউ রাজি হয়নি। সেরা ফুটবলারের সঙ্গে তুলনা হলে কারওর রাগ করার কথা নয়। কিন্তু ওর মতো হওয়া কখনওই সম্ভব নয়।

ঘুরপথেও দেওয়া যাবে না তামাকের বিজ্ঞাপন, বোর্ডকে নির্দেশ দেবে কেন্দ্র?

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা মাঠে খেলছেন আর বাউন্ডারিতে বিজ্ঞাপন চলছে কোনও তামাক সংস্থার। কখনও তাদের বিজ্ঞাপন এলাচ বা পানমশলার। কিন্তু সেই সংস্থা পরিচিত জনপ্রিয় গুটকা জাতীয় তামাকের জন্যই। এই ধরনের বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

বিভিন্ন খেলোয়াড় এবং বলিউড অভিনেতারা তামাক সংস্থার বিজ্ঞাপন করেন। কপিল দেব, সুনীল গাওস্কর, বীরেন্দ্র সহবাগ, শাহরুখ খান, অজয় দেবগানদের দেখা যায় এই ধরনের বিজ্ঞাপন করতে। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই সব তামাক সংস্থার বিজ্ঞাপন মাঠের ধারে বন্ধ করতে চাইছে কেন্দ্র। তরুণ প্রজন্ম খেলা দেখে। তাঁদের এই ধরনের সংস্থার বিজ্ঞাপন থেকে দূরে রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন্দ্র। তাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে তামাক জাতীয় পণ্য বিক্রি করে এমন সংস্থার বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে বলছে তারা।

এক কর্তা বলেন, ততরুণদের কাছে ক্রিকেট খুবই জনপ্রিয়। ক্রিকেট ম্যাচের মাঝে তামাক সংস্থাগুলির বিজ্ঞাপন চলতে থাকে। এটা তরুণদের আকৃষ্ট করে। সেই কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে বলা হতে পারে।দ

নিয়ম অনুযায়ী সিগারেট এবং তামাকের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা ঘুরপথে বিজ্ঞাপন দেয়। সেটাও বন্ধ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

‘মনে হয় সহজ, কিন্তু খুব কঠিন’ শিরোপা জিতে বললেন দি মারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফাইনাল মানেই আনহেল দি মারিয়ার গোল, এটা এবার আর হয়নি। কিন্তু আর্জেন্টিনার সর্বশেষ কয়েকটি ফাইনালে যা হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা ছিল আজও, ট্রফি জিতেই সতীর্থদের সঙ্গে মাঠ ছেড়েছেন দি মারিয়া। আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের শেষ ম্যাচে ট্রফি জয়ের আনন্দে বুঁদ আর্জেন্টাইন উইঙ্গার।

লাওতারো মার্তিনেজের ১১২ মিনিটের গোলে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনার ত্রিমুকুট জয়ের পর দি মারিয়া কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দলের নতুন প্রজন্মের সতীর্থদের। একই সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন লম্বা শিরোপা-খরার পর আর্জেন্টিনার টানা চারটি শিরোপা জয় নিয়েও।

২০২১ সালের কোপা আমেরিকা, ২০২২ সালে লা ফিনালিসিমা, ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা;আর্জেন্টিনা টানা চারটি শিরোপা জয়ের পর অনেকেরই মনে হতে পারে, কাজটা যেন কত সহজ। আসলে যে তা নয়, দি মারিয়া বলেছেন সেটিই।

ম্যাচ শেষে দি মারিয়া মাঠেই তাঁর অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘এটাকে অনেক সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু এটা খুব কঠিন।’ টানা এতগুলো শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দি মারিয়া তাঁর এই প্রজন্মের সতীর্থদের দিয়েছেন এভাবে, ‘যারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, আমাদের এই প্রজন্মের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি যা খুব করে চেয়েছিলাম, তারা আমাকে সেটা অর্জন করতে দিয়েছে।’ ১৯৮৬ বিশ্বকাপের পর ১৯৯৩ সালের কোপা আমেরিকা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এরপরই শুরু তাদের শিরোপা-খরা। ক্যারিয়ারের শুরুতে সেই খরার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে দি মারিয়াকেও। ২০১০, ২০১৪ ও ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেছেন, ফিরেছেন শুধু হাহাকার নিয়ে। এর মধ্যে তো ২০১৪ বিশ্বকাপে হৃদয় ভাঙে ফাইনালে জার্মানির কাছে ১-০ গোলে হেরে।

ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে এত কিছু জয়ের পর সেই সময়কার সতীর্থদের জন্য হয়তো প্রাণটা একটু কেঁদে উঠল দি মারিয়ার, ‘আমার মনে হয়, আমি যদি আগের প্রজন্মের সঙ্গে কিছু জিততে পারতাম। তাদেরও এটা (শিরোপা জয়) প্রাপ্য ছিল।’

শিরোপা জিতে বিদায়;এমন ভাগ্য কয়জন খেলোয়াড়েরই আর আছে। তাও আবার আগেই বিদায়ের ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন দি মারিয়া। ম্যাচ শেষে এটাকে নিয়তি বলেই মনে করছেন, ‘এটাই লেখা ছিল এবং এভাবেই লেখা ছিল। আমি এই সবকিছুরই স্বপ্ন দেখেছি এবং আমি ছেলেদের এটা বলেছি। আমার মনে অনেক অনেক সুন্দর স্মৃতি।’

চোটের পর মেসি যেভাবে শিশুর মতো কেঁদেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের তখন ৬৩ মিনিট। কলম্বিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকার ফাইনালটি গোলশূন্য সমতায়। কলম্বিয়ার লুইস দিয়াজের কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে পেছন পেছন ছুটছিলেন মেসি। হঠাৎ করেই তিনি মাঠে পড়ে যান। কিছুতেই উঠতে পারছিলেন না। ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।

সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে ছুটে আসেন আর্জেন্টিনা দলের চিকিৎসক। কিছুক্ষণ মাঠে বসে মেসিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল, মেসি আর খেলতে পারবেন না। মেসি চলে যান মাঠের বাইরে। তাঁর জায়গায় নামানো হয় নিকো গঞ্জালেসকে।

মেসি মাঠ থেকে ওঠার সময়ই তাঁর চোখে পানি ছিল। কান্নার সেই পানি বারবার হাত দিয়ে মুছছিলেন। মাঠ থেকে ওঠার সময় পা থেকে খোলা বুটটি ছুড়ে মারেন হতাশায়। এরপর ডাগআউটে গিয়ে বসে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। মেসির সেই কান্নার ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হয়তো ভাবছিলেন, তাঁর চোটে ত্রিমুকুট জয়ের সব আশা শেষ! তবে অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে ১১২ মিনিটের গোলে কলম্বিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে মেসির দল। এরপর তিনি কেঁদেছেন আনন্দের কান্না।

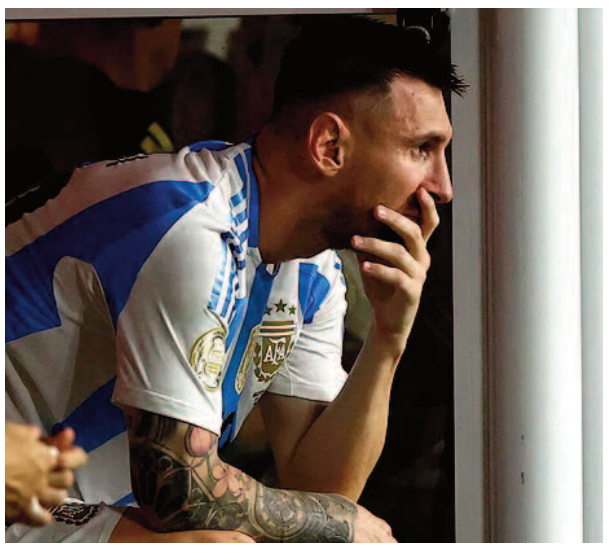

জার্মানির জার্সি তুলে রাখলেন মুলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে জার্মানি বাদ পড়ার পরই গুঞ্জনটা শোনা গিয়েছিল। এবার সেটাই সত্যি হলো। আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন জার্মানির ফরোয়ার্ড টমাস মুলার। জার্মানির হয়ে ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী মুলার আজ ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন।

ভিডিও বার্তায় মুলার বলেন, ‘জাতীয় দলের হয়ে ১৩১ ম্যাচে ৪৫ গোল করার পর আমি বিদায় জানাচ্ছি।’

জার্মানির বয়সভিত্তিক দল থেকে ২০১০ সালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচে মূল দলে অভিষেক হয় মুলারের। জাতীয় দলে ১৪ বছরের ক্যারিয়ারে খেলেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ। লোথার ম্যাথাউস (১৫০) ও মিরোস্লাভ ক্লোসাই (১৩৭) তাঁর চেয়ে বেশি খেলেছেন।

২০১০ বিশ্বকাপে জার্মানির সেমিফাইনালে ওঠার পথে ৫ গোল করে দারুণ অবদান রেখেছিলেন মুলার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোল, জিতেছিলেন গোল্ডেন বুটও। এবার ইউরোয় স্পেনের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে হারের ম্যাচটাই জার্মানির জার্সিতে হয়ে রইল মুলারের শেষ ম্যাচ। ৮০ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠে নেমেছিলেন ৩৪ বছর বয়সী এই বায়ার্ন মিউনিখ ফরোয়ার্ড। জার্মানির হয়ে ৮টি বড় টুর্নামেন্ট খেলে শুধু বিশ্বকাপই জিততে পেরেছেন।

সেপ্টেম্বরে ৩৫ বছরে পা রাখতে যাওয়া মুলার ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘১৪ বছর আগে জার্মানির হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলার সময় এসব কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখিনি। দেশের হয়ে খেলতে সব সময়ই গর্ব বোধ করেছি। আমরা একসঙ্গে উপভোগ করেছি, দুঃখও ভাগ করেছি।’

স্টুটগার্টে ৫ জুলাই স্পেনের বিপক্ষে সেই হারের পর অশ্রুসিক্ত মুলার অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগলসমানের সঙ্গে কথা বলবেন জানিয়েছিলেন। তরুণদের সুযোগ করে দিতে অবসর নেওয়ার ‘সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত’ নিতে এটাই সঠিক সময় কি না, সে বিষয়ে আলোচনার কথা বলেছিলেন মুলার। তিনি অবসর ঘোষণার পর জার্মানির ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যদের মধ্যে শুধু গোলকিপার ম্যানুয়েল নয়্যারই টিকে রইলেন। ১০ বছর আগে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপেও ৫ গোল করেছিলেন মুলার। গ্রুপ পর্বে পর্তুগালের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক।

সেমিফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ৭-১ গোলের সেই জয়েও গোল করেছিলেন। ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে ছিলেন পুরো ১২০ মিনিট। ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে ৩টি করে ম্যাচ খেলে গোল করতে পারেননি।

এবার ইউরোয় বেঞ্চ থেকে নেমে দুটি ম্যাচ খেলেছেন মুলার। জাতীয় দল ছাড়লেও বায়ার্নের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। বায়ার্নের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকা আর স্পেন ইউরো জিতে কত টাকা পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাত ঘণ্টার ব্যবধানে শেষ হলো দুটি মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট। জার্মানির বার্লিনে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরো জিতেছে স্পেন। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্টিনা। দুটি টুর্নামেন্টের আয়োজক ভিন্ন, প্রাইজমানির অঙ্কও সমান নয়।

এবার দেখা যাক, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চ্যাম্পিয়ন হয়ে আর্জেন্টিনা পেয়েছে কত টাকা, ইউরোপ সেরা স্পেনই,বা পেয়েছে কত?

মহাদেশীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে ইউরোপের উয়েফাকেই সবচেয়ে প্রভাবশালী বিবেচনা করা হয়। সবচেয়ে ধনীও সুইজারল্যান্ডের নিওনভিত্তিক সংস্থাটিই। ২০২৪ ইউরো চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য উয়েফার বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ স্পেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে পেয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৩২ কোটি টাকা। আর রানার্সআপ ইংল্যান্ড পেয়েছে ২ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮৫ কোটি টাকা।

২৪ দল নিয়ে আয়োজিত ইউরো ২০২৪-এর জন্য উয়েফা মোট প্রাইজমানি রেখেছিল ৩৩ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার। প্রতিটি দল অংশগ্রহণ ফি বাবদ এবং ম্যাচের ফলের ওপর ভিত্তি করে প্রাইজমানি পেয়েছে।

বিপরীতে কোপা আমেরিকার আয়োজক কনমেবল ১০ দলের টুর্নামেন্টে মোট প্রাইজমানিই রেখেছিল ৭ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। এখানে অংশগ্রহণ ফি বাবদ প্রতিটি দলের জন্য ন্যূনতম ২০ লাখ ডলারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর্জেন্টিনা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থ;১ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১৮৮ কোটি টাকার কিছু বেশি। রানার্সআপ হওয়া কলম্বিয়ার প্রাপ্তি অবশ্য অর্ধেকেরও কম;৭০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৮২ কোটি টাকার বেশি।

স্পেন ও আর্জেন্টিনা দুদলেরই অবশ্য আরও কিছু অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। দুই মহাদেশের চ্যাম্পিয়ন ‘ফিনালিসিমা’ নামে একটি ম্যাচ খেলবে। সে ম্যাচের অংশগ্রহণ ও ট্রফি জয়ের জন্যও অর্থ বরাদ্দ আছে।

এ বার মহা ফাইনাল! স্পেন বনাম আর্জেন্টিনা দেখবে বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালের পর আরও এক বার হবে ফাইনালিসিমা বা মহা ফাইনাল। ইউরো কাপ জয়ী স্পেন এবং কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্টিনার মধ্যে হবে সেই ম্যাচ। তবে এই বছর নয়, ফাইনালিসিমা হবে পরের বছর।

১৯৮৫ সালে প্রথম বার ফাইনালিসিমা হয়েছিল। সে বার ফ্রান্স এবং উরুগুয়ে খেলেছিল সেই ম্যাচ। যে ম্যাচে উরুগুয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল ফ্রান্স। পরের ফাইনালিসিমা হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। সেই বছর আর্জেন্টিনা খেলেছিল ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। টাইব্রেকারে সেই ম্যাচ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। তার পর থেকে বন্ধই ছিল এই প্রতিযোগিতা। ২০২২ সালে আবার শুরু হয়। ইটালি এবং আর্জেন্টিনা সেই ম্যাচ খেলেছিল। যে ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ, ইতিমধ্যেই দু’বার ফিনালিসিমা জিতে নিয়েছে মেসির দেশ। তৃতীয় বার সেই ট্রফি জয়ের সুযোগ আর্জেন্টিনার সামনে।

আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা আশা করছেন পরের বছর ফাইনালিসিমা খেলবেন মেসি। তা হলে স্পেনের লামিনে ইয়ামাল সুযোগ পাবেন তাঁর বিগ্রহের বিরুদ্ধে খেলার। ইউরো কাপের ফাইনাল খেলতে নামার আগে স্পেনের তরুণ ফুটবলার বলেছিলেন, তআশা করব মেসি কোপা আমেরিকা জিতবে। আর আমরা ইউরো কাপ। তা হলে ফাইনালিসিমা মেসির বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাব।

২০২২ সালে ১ জুন ফাইনালিসিমা হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে ২০২৫ সালেও ওই সময় হবে এই প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় মেসিকে খেলতে দেখা গেলেও আর্জেন্টিনা পাবে না অ্যাঞ্জেল দি মারিয়াকে। কোপা আমেরিকা জিতে তিনি অবসর নিয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**